অক্টোবর ২০২২ ■ বর্ষ ০৭ ■ সংখ্যা ১০

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

সংকটে বৈশ্বিক অর্থনীতি

উত্তরণে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্প
বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চান উদ্যোক্তারা

অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজ
রপ্তানি হলো যুক্তরাজ্যে

জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগস্বল্পতা
শিল্পোৎপাদনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে

অক্টোবর ২০২২
বর্ষ ০৭, সংখ্যা ১০

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন, ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES
বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট মোকাবিলায় আমাদের তৈরি থাকতে হবে যেকোনো অবস্থায়

২০২০ সাল থেকে এক অনিশ্চয়তা ভর করেছিল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। শুধু অর্থনীতিই নয়, কোভিড-১৯ এলোমেলো করে দিয়েছিল আমাদের পুরো জীবন ব্যবস্থাকেই। মহামারিকালীন সেই অর্থনৈতিক মন্দাসহ বিরূপ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠায় অনুকরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। এই অর্থনৈতিক গতিশীলতায় চট্টগ্রাম বন্দর ছিল সারথির ভূমিকায়। ইতোমধ্যে সারা বিশ্বও সামলে উঠছিল অর্থনৈতিক সংকট। কিন্তু তার মাঝেই আবার নতুন করে সংকটের মুখে পড়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এবার সংকটের পেছনে রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সারা বিশ্বের জন্যই নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহ খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পটপরিবর্তনকারী প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে যুদ্ধের প্রভাবকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন খাতে মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কারণে রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো যে সংকটে পড়েছে, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য দেশের ওপরও। টালমাটাল হয়ে পড়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এর মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতি। পাশাপাশি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর বিপদ বাড়িয়েছে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে সৃষ্ট সরবরাহ সংকট। ফলে এরই মধ্যে কিছু দেশের অর্থনীতি ও শিল্পের ওপর মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এই মন্দায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশের মতো উঠতি বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি। একদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে গেছে, অন্যদিকে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্যাস, সার ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের মূল্যও বেড়ে গেছে। অর্থনীতিতে এরই মধ্যে মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নীত হওয়ার পথে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংকট আমাদের টেকসই উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণগুলো সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান সংকট উত্তরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরও এই সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে। চলতি বছরে প্রথম ৭ মাসে গ্যান্ট্রি ক্রেন, রাবার-টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন, মোবাইল ক্রেন ও কনটেইনার মুভারসহ বন্দরে যুক্ত হয়েছে ১৬টি হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি এবং ডিসেম্বর নাগাদ আরও ১৯টি যন্ত্রপাতি যুক্ত হবে। আমদানি পণ্যে শতভাগ অনলাইন ডেলিভারি চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরাসরি পোশাক রপ্তানি রুট চালু হয়েছে। এতে রপ্তানি ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, আমাদের তৈরি থাকতে হবে যেকোনো অবস্থায়। সম্মিলিতভাবেই আমরা মোকাবিলা করব বর্তমান সংকট। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে প্রধান রচনায়।

প্রিয় পাঠক, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিচ্ছে ইস্পাত শিল্প। বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পের আর্থিকমূল্য ৫৫ হাজার কোটি টাকা, যা বিশ্বব্যাপী আমাদের দেশকে স্ক্র্যাপ জাহাজের দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য এবং প্রায় ৪০ লাখ টন আমদানি নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তাদের মধ্যে একটি হিসেবে জায়গা করে দিয়েছে। দেশের ইস্পাত গলানোর সক্ষমতা ২০২৫ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ টনে গিয়ে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু অতিমারির ধাক্কা সামলানোর পর সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকট এই খাতটির জন্য পুনরায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশে ইস্পাত খাতের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা, সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা, বর্তমান চ্যালেঞ্জ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সামনে রেখে ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু বে ভিউতে আয়োজিত হয় তৃতীয় ইস্পাত সম্মেলন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, অস্ট্রিয়া, তাইওয়ান, চীন ও জাপানসহ ২৯টি দেশের খাতসংশ্লিষ্টরা এই সম্মেলনে অংশ নেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে 'সম্মেলন ও উদ্যোগ' বিভাগে।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইম-চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

করোনা মহামারির ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যে আঘাত হয়ে এসেছে যুদ্ধ। বাংলাদেশকে আরও একবার বৈশ্বিক অর্থনীতির দুরবস্থার ধকল সামলাতে হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ের মতো এবারও সরকার অর্থনীতি, শিল্প ও ভোক্তাবাজারকে সুরক্ষা দিতে সহায়ক নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর বরাবরের মতোই সরকারের এই প্রচেষ্টায় সহযাত্রী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- আধুনিক সুবিধা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মিত হচ্ছে বে টার্মিনাল
- চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ দরকার
- দেশের সব বন্দরে টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে জাইকার সহযোগিতা চায় এফবিসিসিআই
- চট্টগ্রাম বন্দরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদ্‌যাপন
- রপ্তানি পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশকে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত
- আরও ৩টি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হবে
- আট বছরে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়তে পারে ৫৪ বিলিয়ন ডলার
- ১০০ কোটি ঘনফুট সক্ষমতার আরও দুটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ হবে দেশে
- চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইউএস কোস্ট গার্ডের সন্তোষ
- ট্রানজিটের পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আসামে পৌঁছেছে

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

প্রাকৃতিক গ্যাসে ইউরোপের রাশিয়া-নির্ভরতা

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- খাতসংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগস্বল্পতা শিল্পোৎপাদনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে
- বন্দরগুলোর কার্যসক্ষমতা বাড়াতে আইন সংশোধন করবে অস্ট্রেলিয়া
- নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে ফাটল, রেকর্ড মিথেন নির্গমন
- আইএমওর নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন: ইউএমএএস
- এলএনজি রপ্তানি কমাবে অস্ট্রেলিয়া
- যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা আমদানির পূর্বাভাস কমিয়েছে এনআরএফ
- জ্বালানি রূপান্তরে বিশেষ তহবিল গঠন করেছে সিএমএ সিজিএম
- এশিয়ায় কমেছে জ্বালানি তেলের আমদানি
- স্বয়ংক্রিয় বার্থিং প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি
- এখনই এইচএমএম থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করবে না কোরিয়া সরকার

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি: *ফিলিক্সটো পোর্ট*

গ্রন্থ পরিচিতি: *মারপোল: আর্টিকেলস, প্রোটোকলস, অ্যানেক্সেস অ্যান্ড ইউনিফায়েড ইন্টারপ্রিটেশনস*

মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *রোটর শিপ*

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব: *এডওয়ার্ড লয়েড*

মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

১০

বিশেষ রচনা

শেখ রাসেল: অঙ্কুরেই থামিয়ে দেওয়া অমিত সম্ভাবনা

শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মতোই দৃঢ়চেতা ও আত্মপ্রত্যয়ী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মা-বোনদের সঙ্গে ধানমন্ডির বাড়িতে বন্দিজীবন কাটাতে হলেও তার প্রত্যয় ও উদ্দীপনা এতটুকু কমেনি। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলে একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মুক্ত হন শেখ রাসেলও। বাইরে তখন বিজয় উৎসব চলছে। ছোট্ট রাসেলও সেই উৎসবে শামিল হলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার মুখে ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগান। ঘাতক নরপশুদের নিষ্ঠুরতায় মাত্র ১১ বছরেই থেমে যায় এক সম্ভাবনাময় জীবন।

১২

সম্মেলন ও উদ্যোগ

সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্প: বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চান উদ্যোক্তারা

সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্প। বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পের আর্থিকমূল্য ৫৫ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ৪০ লাখ টন আমদানি নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তাদের মধ্যে একটি হিসেবে জায়গা করে দিয়েছে। বিশ্ববাজারে এই খাতের অবস্থান জানান দিতে ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু বে ভিউতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় ইস্পাত সম্মেলন। সম্মেলনে বাংলাদেশে ইস্পাত খাতের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা, সুযোগ-সুবিধা, বর্তমান চ্যালেঞ্জ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা।

১৯

অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজ রপ্তানি হলো যুক্তরাজ্যে

করোনা সংকটের মধ্যেও জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ

রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে জ্বালানি তেলের দাম

সংকটে বৈশ্বিক অর্থনীতি
উত্তরণে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

করোনা অতিমারির ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য নতুন করে সংকটের মুখে। অতিমারিকালীন অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠায় অনুকরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। চট্টগ্রাম বন্দর ছিল এই সাফল্যের সারথি। যুদ্ধকালীন এই বৈশ্বিক সংকটের সময়ে আরও একবার অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় সহযাত্রীর ভূমিকায় বাংলাদেশের সমুদ্র বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বার।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের যেকোনো সংকট স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। নভেল করোনাভাইরাস অতিমারির সময়ে আমরা তা দেখেছি। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে আগের মতো ভঙ্গুর অবস্থায় নেই, তার প্রমাণ আমরা এরই মধ্যে পেয়ে গেছি। করোনা অতিমারির কারণে যখন সারা বিশ্বেই অর্থনীতির করুণ দশা, উন্নত অনেক দেশকে যেখানে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। আর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম চালু রাখার মাধ্যমে দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে চট্টগ্রাম বন্দর।

বিশ্বায়নের যুগে যুদ্ধের প্রভাবকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা খুবই কঠিন। গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতি ফের টালমাটাল হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন খাতে মস্কোর ওপর অবরোধ দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কারণে রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো যে সংকটে পড়েছে, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য দেশের ওপরও। বর্তমান সংকট সারা বিশ্বের জন্যই নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহ খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পটপরিবর্তনকারী প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নভেল করোনাভাইরাস অতিমারির ধাক্কা কাটিয়ে মাত্রই উত্তরণের ধারায় ফিরতে শুরু করেছিল বিশ্ব অর্থনীতি। দুই বছরের সংকটের রেশ কাটানো এমনিতেই কঠিন কাজ। এর মধ্যে নতুন চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতির বোঝা। পাশাপাশি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর বিপদ বাড়িয়েছে অবরোধের প্রভাবে সৃষ্ট সরবরাহ সংকট। বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি-সমঝোতার কোনো পথ তৈরি না হলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আরও জটিল রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

ইউক্রেন ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলো। রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে তারা দেশটির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরোপ করেছে নিষেধাজ্ঞা। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেল উৎপাদক দেশটির বিরুদ্ধে আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে বিশ্বকে। এই ঘটনার পর সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে জ্বালানি তেলের দাম। উন্নত দেশগুলো না হয় বিকল্প উৎস থেকে চড়া মূল্যে তেল আমদানি করতে পারছে, কিন্তু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে তাদের সীমিত আর্থিক সম্পদের কারণে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির এই দুরবস্থার প্রভাব বাংলাদেশের ওপরও পড়েছে। করোনাকালীন সময়ের মতো এবারও সরকার অর্থনীতি, শিল্প ও ভোক্তাবাজারকে সুরক্ষা দিতে সহায়ক নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আপৎকালীন সময়ে কীভাবে দেশের সমুদ্র বাণিজ্যের চাকা সচল রাখা যায়, সেই লক্ষ্যে সব ধরনের সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর।

বাংলাদেশের ওপর বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব

বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর বৈশ্বিক এই সংকটের প্রভাব পড়েছে। একদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে গেছে, অন্যদিকে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্যাস, সার ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের মূল্যও বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এরই মধ্যে ৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি হয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে মূল্যস্ফীতির এই হার সর্বোচ্চ।

কেন এই মূল্যস্ফীতি? এটির সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের সম্পর্কইবা কী? সেটি জানতে হলে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের রীতিনীতি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা লাভ করা দরকার। বাণিজ্য এখন আর কেবল নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং বাণিজ্য এখন বিশ্বজনীন। এক দেশের পণ্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। এই যে বাণিজ্য ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সমুদ্র পরিবহন খাত।

ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলোয় রাশিয়ায় নিবন্ধিত অথবা রুশ মালিকানাধীন অথবা দেশটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব ধরনের জাহাজের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে জ্বালানি ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য পরিবহন ব্যবস্থায় তৈরি হয়েছে জটিলতা। অনেক ক্ষেত্রে জ্বালানি তেল উৎপাদক দেশগুলো রপ্তানি গন্তব্যে তেল পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত ট্যাংকার পাচ্ছে না। ফলে জ্বালানির বাজারে তৈরি হয়েছে অস্থিরতা। আবার ইউরোপীয় বন্দরগুলোয় পোর্ট কল দিতে না পেরে অনেক রুশ ট্যাংকারকে ঘোরাপথে অনেকটা বাড়তি পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। এসব সমস্যার কারণে জ্বালানি বাজারের স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যান্য ভোগ্যপণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় জাহাজের ভাড়া বেড়েছে। এতে করে আমদানি খরচ গেছে বেড়ে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের ভোক্তাবাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আবার জ্বালানি কেনার খরচ বেড়ে যাওয়ায় দেশীয় ম্যানুফ্যাকচারাররাও বিপাকে পড়েছেন। একদিকে তাদের মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার খরচ বেড়ে গেছে। উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাপর্যায়ে পৌঁছে দিতে গিয়ে পরিবহন ব্যয়ও ঊর্ধ্বমুখী। এসব ব্যয় বৃদ্ধির চাপ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ছে ভোক্তাদের ওপর; পণ্যের খুচরা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে।

আরেকটি বিষয় গোটা বিশ্বের জন্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটি হলো খাদ্যনিরাপত্তা। রাশিয়া ও ইউক্রেন দেশ দুটির পরিচিতি রয়েছে 'বিশ্বের খাদ্যঝুড়ি' হিসেবে। বাংলাদেশের গম আমদানিরও বড় উৎস দেশ দুটি। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইউক্রেন থেকে গম আমদানি করেছে ২৩ লাখ টন, যা দেশের মোট গম আমদানির ১৭ শতাংশের কিছু বেশি। এ সময় বাংলাদেশে রাশিয়া থেকে গম এসেছে মোট আমদানির প্রায় ২১ শতাংশ।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে সার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দেশের মোট পটাশ সারের সিংহভাগ (প্রায় ৭৫ শতাংশ) আমদানি হয় বেলারুশ (৪১ শতাংশ) ও রাশিয়া (৩৪ শতাংশ) থেকে। অবরোধের ফলে সার সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, যার তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাজারে।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষ্ণ সাগর হয়ে সমুদ্র বাণিজ্য প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। এর ফলে এই রুট দিয়ে আগে যেসব পণ্য আসত বাংলাদেশে, সেগুলোর জন্য এখন আমাদের ভিন্ন উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে। এতে করে একদিকে যেমন আমদানি খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মুনাফাও কমে যাচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে ৪৬ কোটি ৬৭ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। বিপরীতে এ সময়ে দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ডলার। ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার ব্যয়ে রূপপুরে নির্মাণ করা হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটির নির্মাণকাজে রয়েছে রাশিয়া। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এবং রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ অব্যাহত থাকলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের কাজও পিছিয়ে যেতে পারে, যার ফলে বাড়তি ব্যয়ের বোঝা টানতে হবে বাংলাদেশকে।

আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ার একটি বড় অসুবিধা হলো, এটি পেমেন্ট ব্যালান্সের ওপর চাপ তৈরি করে। আর চলতি হিসাবের ঘাটতির কারণে মুদ্রা বিনিময় হারও চাপে পড়ে যায়। জাতীয় মুদ্রার ওপর তৈরি হওয়া চাপ সামাল দিতে গিয়ে ডলারের সঙ্গে বিনিময়মূল্য সমন্বয় করা তখন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আর এই সমন্বয়ের ফলে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, যার বোঝা টানতে হয় প্রান্তিক ভোক্তাদের। বাংলাদেশেও অর্থনীতির এই মৌলিক চর্চা ও প্রভাব দৃশ্যমান হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে।

তবুও অদম্য বাংলাদেশ

সর্বশেষ তিন বছরে টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। প্রথমে করোনা অতিমারি, পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থনীতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে বাংলাদেশ করোনাকালীন অর্থনৈতিক সংকট উতরে গেছে সাফল্যের সঙ্গে। আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের মতো দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্পসহ অর্থনীতির সব খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনাসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসব নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

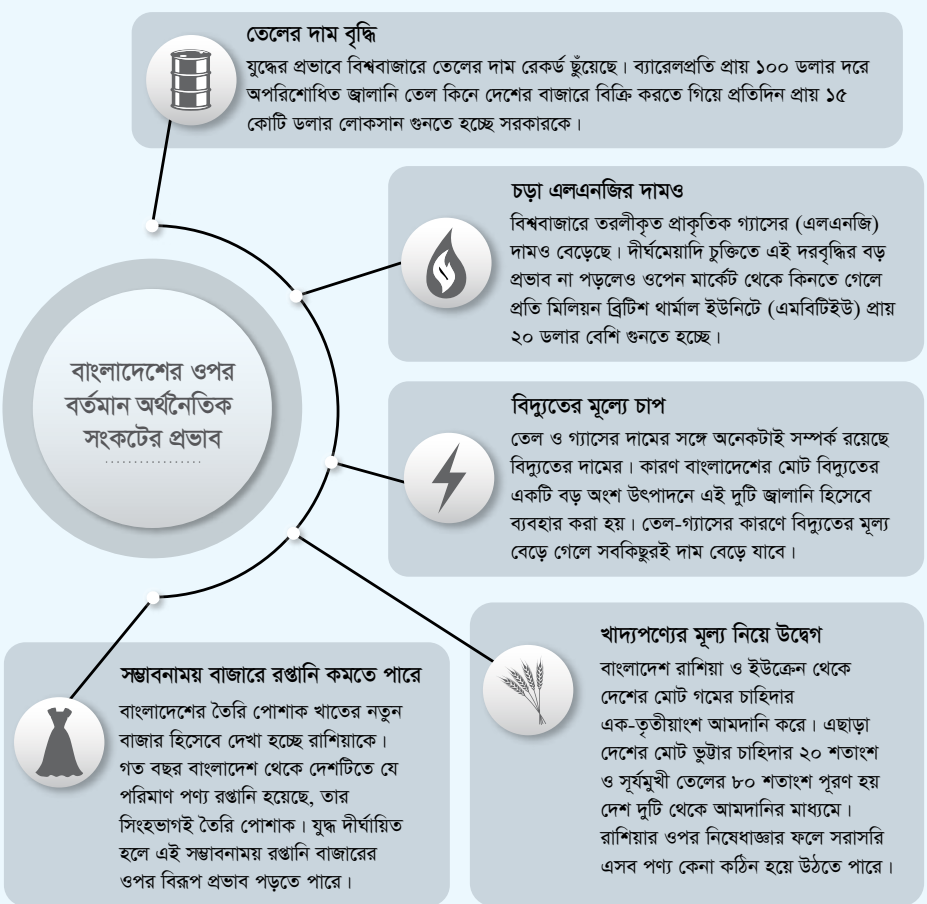

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে ৪৬ কোটি ৬৭ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, রপ্তানি ৫৫ কোটি ডলার

২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়

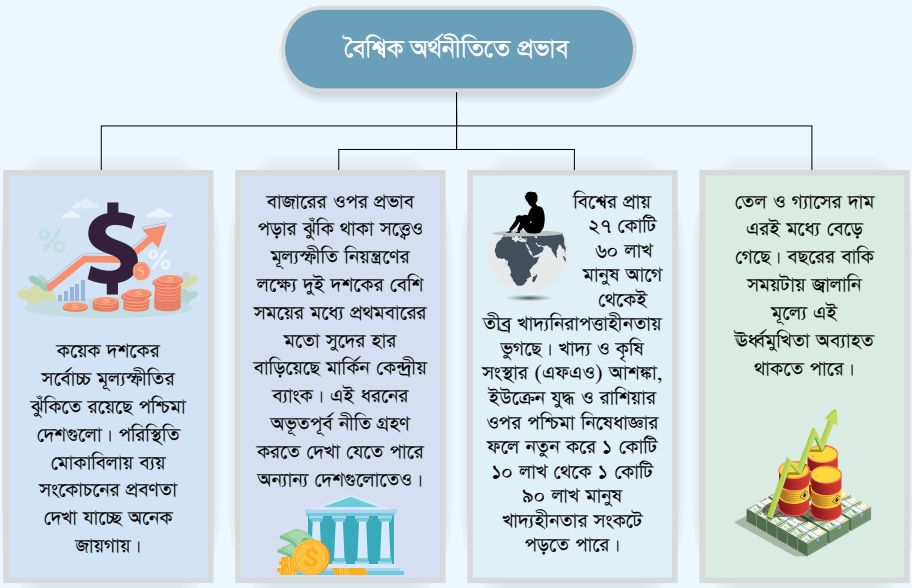

সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাজ্ঞ রাজস্বনীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে করোনা সংকটের সময়েও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত এক দশকে গড়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও পরপর তিন বছর ৭ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের এই ধারাবাহিক অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনার কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমলেও এ সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৮ দশমিক ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতিও সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

করোনার প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি গতিশীল হওয়া শুরু করতে না করতেই ইউক্রেন যুদ্ধের এই সংকট। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ইউক্রেন থেকে অনেক দূরে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ ও এর জেরে আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে জ্বালানি, খাদ্য, ওষুধসহ অন্যান্য জরুরি পণ্য পরিবহনে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব দেশের অর্থনীতি ও ভোক্তাবাজারেও পড়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলার সময়োপযোগী প্রস্তুতি এরই মধ্যে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এর অংশ হিসেবে ১০০ কোটি ডলারের বাজেট সহায়তা তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই তহবিলের অর্থ প্রধানত সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (এসএমই), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প খাতকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যয় করা হবে।

এছাড়া সরকার বর্তমানের বিশ্ববাজারের হালচালও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। টালমাটাল এই বাজারে নতুন কোন উৎস থেকে তুলনামূলক দ্রুত ও কম মূল্যে পণ্য আমদানি সম্ভব হবে, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মতো সংস্থার মাধ্যমে উন্মুক্ত বাজারে যথাসম্ভব কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতরা সুযোগ নিয়ে ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ে যেন কোনো ধরনের কারসাজি না হয়, সে লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম চালাচ্ছে সরকারি সংস্থাগুলো।

দেশের অর্থনীতি করোনাকালীন সংকট যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে, বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিও একইভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থায় উদ্ভূত জটিলতা সত্ত্বেও দেশের চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এরই মধ্যে সফলতার প্রমাণ দিয়েছে সরকার।

থেমে নেই চট্টগ্রাম বন্দর

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর একটি হলো চট্টগ্রাম বন্দর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বেশি। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চাপের সিংহভাগই সামাল দিতে হয় এই বন্দরকে। ফলে করোনা অতিমারির বাধা কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি ও সমুদ্র বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার গুরুদায়িত্বও পড়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর। সেই দায়িত্ব বেশ ভালোভাবেই সামাল দিয়েছে বন্দরটি।

দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের চাহিদা সামাল দিতে গিয়ে রেকর্ড পরিমাণ কনটেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত তিন মাসে বন্দরে মোট ১৬টি হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চারটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন, ছয়টি রাবার-টায়ারড গ্যান্ট্রি ক্রেন, দুটি ১০০ টন সক্ষমতার মোবাইল ক্রেন, দুটি ৫০ টন সক্ষমতার মোবাইল ক্রেন ও দুটি কনটেইনার মুভার রয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর নাগাদ আরও ১৯টি যন্ত্রপাতি যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। নতুন চারটি যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে কি গ্যান্ট্রি ক্রেনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮টি। আর রাবার-টায়ারড গ্যান্ট্রি ক্রেনের সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ৪৯টিতে।

বর্তমান যুদ্ধকালীন সংকটের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ইউরোপে পণ্য পরিবহন চালু হয়। আর এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের। ফেব্রুয়ারিতে ইতালির রেভেনা বন্দরের উদ্দেশে কনটেইনার জাহাজ এমভি সোঙ্গা চিতার যাত্রা করাটা বাংলাদেশের সমুদ্র পরিবহন খাতে নতুন এক যুগের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রপথে নতুন এক বাণিজ্য রুট উন্মুক্ত হলো। দেশের রপ্তানিকারকরা এখন কলম্বো, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর এড়িয়ে সরাসরি ইউরোপে পণ্য পাঠানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

জাহাজশূন্য ইউক্রেনের মারিউপোল বন্দর। ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর আজোভ সাগরের তীরবর্তী এই বন্দরসহ দেশটির সব সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য জুলাইয়ে মানবিক করিডোর চালুর পর কৃষ্ণসাগরীয় কয়েকটি বন্দর দিয়ে খাদ্যশস্য পরিবহন হচ্ছে

১৯৭৭ সালে কনটেইনার পরিবহন শুরুর পর এটাই কোনো কনটেইনারবাহী জাহাজের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ইউরোপের পথে প্রথম সরাসরি যাত্রা। অর্থাৎ কনটেইনার পরিবহন শুরুর ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের কোনো বন্দরে সরাসরি গেছে এমভি সোঙ্গা চিতা। জাহাজটিতে করে ৯৫২ একক কনটেইনারে তৈরি পোশাক পাঠানো হয় ১২ হাজার ১৪৫ কিলোমিটার দূরের দেশ ইতালিতে। সোঙ্গা চিতা কর্ণফুলী ছেড়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে শ্রীলংকার হাম্বানটোটা বন্দরের সামনে দিয়ে গেছে। এরপর আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, এডেন উপসাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগর হয়ে পৌঁছেছে ইতালির রেভেনা বন্দরে।

সোঙ্গা চিতার হাত ধরে যে ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা, তার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে আরও দুটি সরাসরি কনটেইনার শিপিং সার্ভিস চালু হয়েছে চট্টগ্রাম ও ইউরোপীয় বন্দরের মধ্যে। এছাড়া ইইউর আরও কয়েকটি গন্তব্যে এই সার্ভিস চালুর বিষয়েও কাজ চলছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মেরিটাইম লজিস্টিকস সেবাদাতা কমোডিটি সাপ্লাইজ এজি সম্প্রতি ভাড়াকৃত তিনটি জাহাজ দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে সরাসরি শিপিং সার্ভিস চালু করেছে। এমভি স্পাইসা, এমভি অ্যান্ড্রোমেডা জে ও এমভি মিউজিক নামের জাহাজ তিনটি পরিচালিত হচ্ছে স্পেনের বার্সেলোনা থেকে। এগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে এসে রপ্তানিমুখী পণ্যের কনটেইনার নিয়ে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করছে।

এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত, পর্তুগালসহ কয়েকটি দেশের বন্দরসমূহ এরই মধ্যে চট্টগ্রামের সঙ্গে সরাসরি শিপিং সার্ভিস চালুর বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। এসবের পাশাপাশি চলতি বছরের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি নতুন কনটেইনার শিপিং সার্ভিস চালু হয়েছে। সাপ্তাহিক এই সার্ভিসটি চালু করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানি এমএসসি। 'বেঙ্গল সার্ভিস' নামের এই সেবা চট্টগ্রাম বন্দর ও চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোর মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। এতে করে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নতুন গতি লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বেঙ্গল সার্ভিসে জাহাজগুলো প্রথমে হংকং থেকে দক্ষিণ চীনের ইয়ানতিয়ান ও শেকোউ বন্দরে যাবে। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর ও তেনজুং পেলেপাস হয়ে চট্টগ্রামে আসবে জাহাজগুলো।

সরাসরি শিপিং সার্ভিস চালুর ফলে রপ্তানি গন্তব্যে পণ্য পাঠাতে সময় অনেক কম লাগবে। এতে করে সময় ও ব্যয় দুটোই সাশ্রয় হবে। এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক শিপিং খাতে যেসব প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, সেগুলোও এড়ানো সম্ভব হবে। এক কথায়, কেবল এই একটি দূরদর্শী পরিকল্পনা ও উদ্যোগের কারণে বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য খাত।

অবরুদ্ধ সমুদ্র পরিবহন

যুদ্ধের শুরুতেই ইউক্রেনের আজোভ সাগর ও কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দরগুলো অবরুদ্ধ হয়ে যায়। খাদ্যশস্যের বড় জোগানদাতা ইউক্রেনের বন্দরগুলোয় এ সময় অবস্থান করছিল শতাধিক জাহাজ ও সহস্রাধিক

মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে কয়েক দশকের ধারা ভেঙে সুদের হার বাড়িয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। আর্থিক বাজারের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও এ ধরনের স্বভাববিরুদ্ধ পদক্ষেপ নিতে পারে আরও কয়েকটি দেশ

নাবিক। বন্দর চ্যানেলে ভাসমান মাইন ছড়িয়ে পড়া, জাহাজে গোলাবর্ষণের কয়েকটি ঘটনা ইত্যাদি কারণে জাহাজগুলো ইউক্রেনের বন্দর ছাড়তেও পারছিল না। সে সময় অলভিয়া বন্দর চ্যানেলে নোঙর করা অবস্থায় রকেট হামলার শিকার হয় বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জাহাজ 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি'। ওই ঘটনায় জাহাজটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাহাজটিতে কর্মরত থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমান মারা যান। পরে জাহাজটির ২৮ জন নাবিককে নিরাপদে সরিয়ে রোমানিয়ায় নেওয়া হয়। আটদিন পর ১০ মার্চ তারা নিরাপদে বাংলাদেশে ফেরেন।

বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে আটকা পড়া জাহাজগুলোর কিছু নাবিককে স্থলপথে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়া গেলেও অনেকেই সেখানে আটকা পড়েন। এতে করে সেসব নাবিকদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়, যার জেরে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কাউন্সিল সেশনের আয়োজন করতে বাধ্য হয় ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। শুধু যে ইউক্রেনে আটকা পড়া নাবিকদের নিয়েই দুশ্চিন্তা রয়েছে, তা নয়। বরং কৃষ্ণ সাগর হয়ে রাশিয়া, রোমানিয়ার বন্দরগুলোর উদ্দেশে চলাচলকারী জাহাজগুলোর নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কা রয়েছে।

নাবিকরা একদিকে যেমন নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন, তেমনই তাদের পরিবারের সুরক্ষা নিয়েও উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। এসব কারণে নাবিকদের প্রসন্নতার সূচকে নিম্নমুখী যে

বিশ্বের অন্যতম শস্যভাণ্ডার ইউক্রেনের বন্দরগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানিও বন্ধ হয়ে যায়। এতে বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়

কনটেইনার পরিবহন শুরুর ৪৫ বছর পর বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো ইউরোপের বন্দরে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে

চলতি বছরের এপ্রিলে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন কনটেইনার পরিবহন সেবা 'বেঙ্গল সার্ভিস' চালু হয়েছে

রাশিয়ার সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্ক রয়েছে–এমন জাহাজগুলোকে নিজেদের বন্দরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পশ্চিমা দেশগুলো। এতে আগে থেকেই শিডিউল বিপর্যয়ে থাকা সমুদ্র পরিবহন খাতে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে

প্রবণতা আগে থেকেই চলে আসছিল, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর তা আরও পতনমুখী হয়।

এদিকে ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালানোর অভিযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীতে রুশ-সংশ্লিষ্টতা থাকা জাহাজগুলোর পোর্ট কলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ ইউরোপের শীর্ষ বন্দরগুলো। এতে সব জায়গায় পণ্য পরিবহন করতে পারবে, বৈশ্বিক বহরে এমন জাহাজের সংখ্যা কমে যায়। সবচেয়ে বিপাকে পড়ে জ্বালানি রপ্তানিকারকরা। অনেক অয়েল ট্যাংকারের হয় মালিকানা অথবা নিবন্ধনের মাধ্যমে রুশ-সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞার ফলে অনেক রপ্তানিকারক এসব ট্যাংকার ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে জ্বালানি পরিবহন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

যেসব বাল্কার জাহাজ ইউক্রেনে খাদ্যশস্য নিতে গিয়ে আটকা পড়েছে, সেগুলো আর বৈশ্বিক বহরে যুক্ত হতে পারছিল না। সাম্প্রতিক সময়ে মানবিক করিডোর চালু হওয়ার পর ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দরগুলো কিছুটা সচল হলেও পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। রাশিয়া ও ইউক্রেনের যেসব নাগরিক বৈশ্বিক বহরের বিভিন্ন জাহাজে সেবা দিয়ে থাকেন, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে রয়েছে উদ্বেগ। রুশ-সংশ্লিষ্টতা থাকা জাহাজগুলো ইউরোপ-আমেরিকার বন্দর ব্যবহারের সুযোগ না পাওয়ায় তুলনামূলক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রপ্তানি গন্তব্যের উদ্দেশে যেতে হচ্ছে। এতে সময় ও ব্যয় দুটোই বেড়েছে। এসব প্রেক্ষাপটে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক শিপিং খাতকে ভয়ানক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব

সামগ্রিক অর্থনীতিতে চাপ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির। বাণিজ্যের গতি শ্লথ হলে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিও কমে যাবে। বিষয়টি উপলব্ধি করে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। আগের পূর্বাভাসে সংস্থাটি জানিয়েছিল, চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। তবে এখন তারা বলছে এই হার ২ দশমিক ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্থাটি আরও ধারণা করছে, যুদ্ধকালীন সংকটের কারণে মধ্যম মেয়াদে বিশ্বে মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকবে।

পূর্বাভাসে ডব্লিউটিওর অভিমত, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়েছিল, তা চলমান থাকবে। খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় খাদ্যপণ্যের দাম আরও বাড়বে। বিশ্বে খাদ্যপণ্য সংকটের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, ভঙ্গুর অর্থনীতির মধ্যে এই যুদ্ধ মূল্যস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করবে, আর্থিক বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং ইউরোপীয় গ্রাহক থেকে শুরু করে আফ্রিকার দরিদ্র পরিবারগুলোকে উচ্চ খাদ্যমূল্যের চাপে ফেলে দেবে। এরই মধ্যে নানা অনিশ্চয়তার শঙ্কায় জ্বালানির দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

কিছু বিশ্লেষক অবশ্য মনে করছেন, এই সংকট হয়তো করোনার মতো বৈশ্বিক মন্দার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। কারণ বৈশ্বিক জিডিপিতে এই দুই দেশের অবদান ২ শতাংশের কম। এছাড়া অনেক আঞ্চলিক অর্থনীতি কোভিডের বিপর্যয় কাটিয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছে। তবে তারা বলছেন, যুদ্ধের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। এরই মধ্যে কিছু দেশের অর্থনীতি ও শিল্পের ওপর মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সাপ্লাই চেইনের জন্য নতুন প্রতিবন্ধকতা: গত বছর করোনার মন্দাভাব কাটিয়ে আকাশচুম্বী হতে শুরু করে ভোক্তা চাহিদা। এই চাহিদা মোকাবিলা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে সরবরাহকারী ও শিপিং খাতসংশ্লিষ্টদের। বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে গতিশীল হতে শুরু করলেও সাপ্লাই চেইনের জট এখনো পুরোপুরি কাটেনি। এমনই এক অবস্থায় ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান জট আরও ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা।

খাদ্যনিরাপত্তা সংকট: রাশিয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম শীর্ষ রপ্তানিকারক। অন্যদিকে ইউক্রেনের খামারগুলো বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের খাদ্যের জোগান দেয়।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম গম রপ্তানিকারক দেশ হলো ইউক্রেন। কিছু দেশ এই গমের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন লেবাননের প্রায় ৫০ শতাংশ, লিবিয়ার প্রায় ৪৩ ও ইয়েমেনের ২২ শতাংশ গমের চাহিদা পূরণ হয় ইউক্রেন থেকে আমদানির মাধ্যমে।

বাংলাদেশ থেকে ইতালি পর্যন্ত প্রথম সরাসরি শিপিং লাইনার সার্ভিস উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে রপ্তানি পণ্য পরিবহনে গতিশীলতা অর্জন হয়েছে

চলতি বছরের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে ডব্লিউটিও

বিশ্বজুড়ে খাদ্যমূল্য ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, ১০০ ডলার ছুঁইছুঁই জ্বালানির মূল্যও কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বন্দরে যুক্ত হয়েছে সার্ভিস জেটি। মাননীয় নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জেটিটি উদ্বোধন করেন

যুদ্ধ শুরুর পর পূর্ব ইউক্রেনের খামারগুলোর জন্য যে হুমকি তৈরি হয়েছে, সেটি এবং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলোর মাধ্যমে রপ্তানিতে তৈরি হওয়া প্রতিবন্ধকতা বিশ্ববাজারে গমের সরবরাহ কমিয়ে দিতে পারে। এটি খুবই উদ্বেগজনক একটি বিষয়; বিশেষ করে এমন একসময়ে, যখন বিশ্বজুড়ে খাদ্যমূল্য ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিয়ে শঙ্কা: এমন একসময় এই অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হলো, যখন করোনা অতিমারির বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিশ্ব। কয়েকটি দেশের অর্থনীতি এরই মধ্যে করোনা-পূর্ব পর্যায়ে ফিরে এসেছে। তবে বিশ্বের আর্থিক বাজারগুলোও এখন কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থানে রয়েছে। যেসব কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতদিন সুদের হার রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার নীতি নিয়ে এগিয়েছে, তারাই এখন বাজার নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াতে শুরু করেছে। এই পদক্ষেপ ভোক্তা ব্যয়ের গতি কমিয়ে দিতে পারে। এই সংকটময় অবস্থা ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার গতি ধীর করে দিতে পারে।

জ্বালানির উচ্চমূল্যে উদ্বেগ: সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানির দাম কয়েক বছরের শীর্ষে পৌঁছেছে। স্পট মার্কেটে ২০২১ সালের মার্চে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দর ছিল ব্যারেলপ্রতি ৬৫ ডলার ২ সেন্ট। এখন তা ১০০ ডলার ছুঁইছুঁই।

ইউরোপ বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অন্যতম আমদানিকারক অঞ্চল। আর এই আমদানির বড় একটি অংশ (প্রায় ৪০ শতাংশ) আসে রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে দেশটি থেকে জ্বালানি আমদানি সীমিত করেছে ইউরোপ। এর ফলে সেখানকার সার উৎপাদনকারী ও অন্যান্য ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে।

মাথাব্যথার কারণ মূল্যস্ফীতি: জ্বালানি মূল্যের সঙ্গে ভোক্তাবাজারের আরও অনেক পণ্যের মূল্য প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়েছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য মূল্যস্ফীতির সংকট চরমে পর্যায়ে পৌঁছেছে। অবশ্য অঞ্চলটিকে আগে থেকেই এই সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। জানুয়ারিতে ইউরো মুদ্রা ব্যবহারকারী ১৯টি দেশে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ১৯৯৭ সালে মূল্যস্ফীতি হারের হিসাব সংরক্ষণ শুরু করার পর সর্বোচ্চ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান সংকট বিশ্ব অর্থনীতির দুটি প্রধান ভিত্তিতে ঝুঁকি তৈরি করেছে। এগুলো হলো–ভোক্তা ব্যয় ও শিল্পোৎপাদন। জ্বালানির ঊর্ধ্বগতি ধনী দেশগুলোর বার্ষিক মূল্যস্ফীতিতে ২ শতাংশীয় পয়েন্ট যুক্ত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উপসংহার

যুদ্ধ-সংঘাত কখনই মঙ্গল বয়ে আনে না। বরং তা মানবসভ্যতা, বৈশ্বিক অর্থনীতি, বিশ্ববাণিজ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, সরবরাহ শৃঙ্খল–সবকিছুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তা কেবল যুদ্ধরত দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্বায়নের কারণে এই দ্বন্দ্বের রেশ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।

বর্তমানেও তাই ঘটেছে। বিশেষ করে খাদ্যশস্য ও জ্বালানির বৈশ্বিক বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়ার কারণে ইউক্রেনের বন্দরগুলোর অবরুদ্ধ হয়ে পড়া এবং রাশিয়ার আর্থিক ও রপ্তানি খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রভাব পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমদানিনির্ভর এসব দেশের জন্য হঠাৎ করে বিকল্প উৎস থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খুচরা, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্য আমদানির ব্যবস্থা করাটা সহজ কোনো বিষয় নয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের মোট চাহিদার বেশিরভাগই পূরণ হয় আমদানির মাধ্যমে। ফলে বাংলাদেশকেও এই সংকটের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এছাড়া দেশের শিল্পোৎপাদিত পণ্যগুলোর প্রধান রপ্তানি গন্তব্য যেসব দেশ, সেসব দেশকেও বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। যুক্তরাজ্য অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাবে ভোক্তাব্যয় পড়তির দিকে। ইউরোপের বাকি দেশগুলোও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি চিন্তা করতে হচ্ছে। ফলে ভোক্তাব্যয়ে লাগাম টানার প্রবণতা রয়েছে এসব দেশেও। তার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতেও।

এই সংকট থেকে উত্তরণে আমদানি-রপ্তানিকে বাড়তি কিছু সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এতে করে বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার কারণে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য কিছুটা প্রণোদনা মিলবে। বাংলাদেশ সরকার বাজেট সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়ক নীতিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দরও বৈদেশিক বাণিজ্যের চাকা সচল রাখার স্বার্থে বিভিন্ন সহায়ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ইতিবাচক যে পদক্ষেপ বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, সেটি হলো ইউরোপ ও চীনের সঙ্গে সরাসরি শিপিং সার্ভিস চালুর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। এর ফলে অবরোধকৃত ও অনিরাপদ অঞ্চল এড়িয়ে বাণিজ্য সচল রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

নতুন নতুন গ্যান্ট্রি ক্রেন, কনটেইনার মুভার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যুক্ত করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান

পিতার আলিঙ্গনে পুত্র–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ রাসেল

শেখ রাসেল

অঙ্কুরেই থামিয়ে দেওয়া অমিত সম্ভাবনা

শৈশব থেকেই দুরন্ত প্রাণবন্ত শেখ রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতিআদরের। বঙ্গবন্ধুর নয়নের মণি ছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র দেড় বছর বয়স থেকেই প্রিয় পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাতের স্থান হয়ে ওঠে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সাত বছর বয়সে ১৯৭১ সালে তার নিজেকেই বন্দিজীবন মেনে নিতে হয়। আর চার বছর পর তো ঘাতক নরপশুদের নিষ্ঠুরতায় তার জীবনপ্রদীপই নিভে যায়।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। ঢাকার ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে ঘর আলো করে জন্ম নিল ফুটফুটে এক শিশু। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র। নাম শেখ রাসেল। খ্যাতিমান দার্শনিক, নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব, লেখক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে বঙ্গবন্ধু পরিবারের নতুন এই সদস্যের নাম রাখা হয় শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধুর অনেক পছন্দের ব্যক্তিত্ব ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। এছাড়া এই নামকরণে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শেখ রাসেলের জন্মের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তার মমতাময়ী বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেজো ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমনবার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেজো ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন, আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এল। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল।' *(সূত্র: শেখ হাসিনা, 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা')*

কণ্টকাকীর্ণ জীবন

জাতির পিতার অতিআদরের সন্তান। পরিবারের সব সদস্যের নয়নের মণি। স্বাভাবিকভাবে নিষ্কণ্টক একটি জীবন পাওয়ার কথা ছিল শেখ রাসেলের। কিন্তু এতটুকু বয়সেই তাকে সামলাতে হয়েছে অচিন্ত্যনীয় ঝড়-ঝাপটা। ১৯৭১ সালে যখন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তাঁর বয়স মাত্র সাত বছর। এই বয়সেই মা এবং দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। বড় দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল চলে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শিশু রাসেলের বিপদসংকুল জীবনের আঁচ আগেই করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে ছয় দফা দাবির জেরে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানি শাসকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন, সেই সময়টায় বঙ্গমাতা বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'বাপের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছিল ২৮ বছর বয়সে, কিন্তু ছেলের পেছনে লাগল দেড় বছর

বয়সেই।' কারণ কারাবন্দি বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দারা, যা থেকে বাদ পড়েনি ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলও।

কারাগারে দেখা করার সময় শেখ রাসেল কিছুতেই তার বাবাকে রেখে আসতে চাইতেন না। এ কারণে তার মন খারাপ থাকত। কারাগারের রোজনামচায় ১৯৬৬ সালের ১৫ জুনের দিনলিপিতে রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "১৮ মাসের রাসেল জেল অফিসে এসে একটুও হাসে না-যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম দূর থেকে পূর্বের মতোই 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার করছে। জেল গেট দিয়ে একটা মালবোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভেতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে, বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। যাবার সময় হলে ওকে ফাঁকি দিতে হয়।"

নৃশংস ১৫ আগস্ট

মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির বিষাক্ত ষড়যন্ত্রের ছোবলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে শেখ রাসেলের সম্ভাবনাময় দুরন্ত শিশুমন নীল হয়ে যায়। রাতের শিউলি, ভোরের বকুল ঝরে পড়ার আগেই ঘাতকের বুলেটে রক্তের সাগরে ডুবে যায় সবার প্রিয় পাখিটি। রাসেলের নির্মম মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে বিশ্বমানবতা। কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রকৃতি।

১৫ আগস্টের সেই কালরাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। রাসেল তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। বিশ্বে যুগে যুগে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু এমন নির্মম, নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা খুবই বিরল।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাসেলকে নিয়ে পালানোর সময় তার ব্যক্তিগত কর্মচারীসহ রাসেলকে আটক করা হয়। আতঙ্কিত হয়ে শিশু রাসেল কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মায়ের কাছে যাব'। পরবর্তী সময়ে মায়ের মরদেহ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন, 'আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন।' মা, বাবা, দুই ভাই, ভাবি, চাচা–সবার নিথর মরদেহের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় রাসেলকে। যাদের সান্নিধ্য, স্নেহ ও আদরে হেসে-খেলে দিন কাটছিল রাসেলের, তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ছোট্ট শিশুমনের কী অবস্থা হয়েছিল, তা চিন্তা করলেও চোখ ভারী হয়ে আসে।

অপার সম্ভাবনার অপমৃত্যু

মাত্র ১১ বছরের আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন শেখ রাসেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বর্বর ঘাতক চক্রের চরম নিষ্ঠুরতার বলি না হলে আজকে আমরা পেতাম বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এক রাসেলকে। পিতার আদর্শে দীক্ষিত শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। ১৫ আগস্টের সেই নিকৃষ্টতম ঘটনা সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

যে পরিবারে শেখ রাসেলের জন্ম, যে পরিমণ্ডলে লালন-পালন ও বেড়ে ওঠা, তাতে তাঁর নেতা হওয়া

ছোট থেকেই সপ্রতিভ ছিলেন শেখ রাসেল। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন সফর ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে খুব দ্রুত

অবধারিতই ছিল। শৈশবে তার লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল। শেখ রাসেল ছিলেন শিশুদের বন্ধু ও গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্যকারী। আর্তমানবতার সেবা যে তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে, সেটি প্রকাশ পেতে শুরু করে অতটুকু বয়স থেকেই।

শেখ রাসেলের মানবতাবোধ, ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ, নেতৃত্বের সৌকর্য, পরোপকারী মনোভাব আর দশজন শিশু থেকে তাকে স্বতন্ত্র অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে গেলে শিশু রাসেল তার সমবয়সীদের জড়ো করে তাদের জন্য খেলনা বন্দুক বানাতেন আর সেগুলো দিয়ে প্যারেড করাতেন। বন্ধুদের জামাকাপড়ও কিনে দিতেন তিনি।

শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মতোই দৃঢ়চেতা ও আত্মপ্রত্যয়ী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মা-বোনদের সঙ্গে ধানমন্ডির বাড়িতে বন্দিজীবন কাটাতে হলেও তার প্রত্যয় ও উদ্দীপনা এতটুকু কমেনি। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলে একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মুক্ত হন শেখ রাসেলও। বাইরে তখন বিজয় উৎসব চলছে। ছোট্ট রাসেলও সেই উৎসবে শামিল হলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর মুখে ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগান।

কারাগারের রোজনামচায় ১৯৬৭ সালের ২৭ ও ২৮ মের দিনলিপিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আড়াই বছরের ছেলে আমাকে বলছে ছয় দফা মানতে হবে–সংগ্রাম, সংগ্রাম, চলবে, চলবে... ভাঙা ভাঙা করে বলে, কী মিষ্টি শোনায়। জিজ্ঞাসা করলাম, ও শিখল কোথা থেকে। রেণু বলল, বাসায় সভা হয়েছে, তখন কর্মীরা বলেছিল, তাই শিখেছে।'

দেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণের কাজে মন দেন বঙ্গবন্ধু। জীবনের সাতটি বছর পেরিয়ে, এই প্রথম পরিবারের সবাইকে কাছে পেয়েছিলেন শেখ রাসেল। পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সৌজন্যে বিশ্বনেতাদের সঙ্গেও করমর্দনের সুযোগ হয় রাসেলের। শিশু রাসেলের আত্মবিশ্বাসী বাচনভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি ও নির্মল অভিব্যক্তি মুগ্ধ করে তাদের। রাসেলের প্রতিটি নির্ভীক পদচারণে ফুটে উঠত বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি।

স্মৃতিতে অম্লান

ক্ষণজন্মা শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার জন্মদিন ১৮ অক্টোবর তারিখটিকে জাতীয়ভাবে 'শেখ রাসেল দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উপলক্ষটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২০২১ সালে দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ হিসাবে চলতি বছর দ্বিতীয়বারের মতো 'ক' শ্রেণিভুক্ত হিসেবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এবারের শেখ রাসেল জাতীয় দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দূরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক'।

জাতীয়ভাবে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ রাসেলের মমতাময়ী বড় বোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। লক্ষ্য সকল শিশুর মাঝে শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান করে রাখা। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার তথা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলা এবং তাদের উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বিশ্বে পরিণত হওয়ার পথে হাঁটছে। শেখ রাসেলের স্মরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশজুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' নামকরণ করা হয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আইসিটি জ্ঞান সম্প্রসারণ ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শেখ রাসেলের অমর স্মৃতি লাখো শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর ও আপামর জনসাধারণের মাঝে জাগ্রত করতে অপরিসীম ভূমিকা রেখে চলেছে এই 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'। শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে আরও গড়ে তোলা হয়েছে 'শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র' ও 'শেখ রাসেল ফান্ড'।

উপসংহার

শেখ রাসেল আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় তার স্মৃতি আজও অমর হয়ে আছে। আজও আমরা বঙ্গবন্ধুর সপরিবারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শিশু রাসেলের করুণ পরিণতির কথা মনে করে অশ্রুসিক্ত হই। বর্তমানের শিশু-কিশোররা এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে–এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশা।

অনেক সম্ভাবনাময় যে শিশুটি অকালে হারিয়ে গেল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণশক্তি ছড়িয়ে গেছে এ দেশের প্রতিটি শিশুর মাঝে। প্রতিটি বাঙালি শিশুর দামাল দুরন্তপনায় বেঁচে আছে শিশু রাসেল। এদেশের সব শিশুই বেড়ে উঠুক নির্মল চিত্তে, নিরাপদ পরিবেশে। বিকশিত শৈশব শেষে প্রতিটি শিশুই পরিণত হোক একেকজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে।

সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্প

বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চান উদ্যোক্তারা

অতিমারির ধাক্কা কাটিয়ে ফিরতে শুরু করেছে বাংলাদেশের ইস্পাত খাত। তবে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ নতুন করে এ খাতের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন তারা। এ অবস্থায় বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে চান বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

চট্টগ্রামের হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু বে ভিউতে আয়োজিত তৃতীয় ইস্পাত সম্মেলনে ২০ সেপ্টেম্বর ইস্পাত খাতের উদ্যোক্তারা এ খাতে চ্যালেঞ্জের কথা জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, অস্ট্রিয়া, তাইওয়ান, চীন ও জাপানসহ ২৯টি দেশের খাতসংশ্লিষ্টরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ভারতভিত্তিক নেটওয়ার্কিং ও বিজনেস প্ল্যাটফর্ম স্টিল মিন্ট এ সম্মেলনের আয়োজন করে। দেশি-বিদেশি ৩৪টি ইস্পাত উৎপাদনকারী ও খাতসহায়ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্টল ছিল সম্মেলনে। বাংলাদেশে ইস্পাত খাতের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা, সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা, বর্তমান চ্যালেঞ্জ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে উদ্যোক্তারা জানান, বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পের আর্থিকমূল্য ৫৫ হাজার কোটি টাকা (৬২ মিলিয়ন ডলার), যা বিশ্বব্যাপী দেশটিকে স্ক্র্যাপ জাহাজের দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য এবং প্রায় ৪০ লাখ টন আমদানি নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তাদের মধ্যে একটি হিসেবে জায়গা করে দিয়েছে। দেশের ইস্পাত গলানোর সক্ষমতা ২০২৫ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ টনে গিয়ে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পিইএচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এরপর বক্তব্য রাখেন বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলীহোসেন আকবরআলী।

আলীহোসেন আকবরআলী বলেন, এই সম্মেলন দেশের ইস্পাত খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইস্পাত পণ্য রপ্তানিকারকরা সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানি রয়েছে। সব পক্ষের মধ্যে এটি একটি সহজ সংযোগ তৈরি করেছে। সারা বিশ্বের এতগুলো সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা দেশের অনেক সংস্থার জন্যই ব্যয়বহুল এবং কঠিন হতো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর 'ইস্পাত শিল্পের বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএসআরএম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমীর আলীহোসেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম ও ইস্পাত খাতের আন্তর্জাতিক পরামর্শক রাজেশ আগারওয়াল।

বিএসআরএম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমির আলিহোসেন বলেন, করোনাভাইরাস অতিমারির কারণে ইস্পাত শিল্প খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে। এ সময় ফ্রেইট চার্জ, কাঁচামাল এবং পরিবহনসহ সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর এসেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফলে জ্বালানির দামও বেড়েছে।

তিনি বলেন, জনবহুল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ, চীন বা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবসময়ই জমজমাট থাকে। তবুও খাদ্য ও নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়। সবকিছুর দাম বৃদ্ধির কারণে এই মুহূর্তে ইস্পাতের চাহিদা কিছুটা কমেছে। আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে চাই এবং বিশ্ববাজার দখল করতে চাই। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

ইস্পাত শিল্প খাতকে সহায়তা দিতে চট্টগ্রাম বন্দরের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন বন্দরের পর্ষদ সদস্য মো. জাফর আলম। এ সময় তিনি বন্দরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর একটি অডিও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন করেন।

সিঙ্গাপুরের ডুফার্কো এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভেন্দু বোস বলেন, ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এইচআরসির দাম এশিয়ায় ৪০০ থেকে ৬০০ ডলারের মধ্যে ছিল। এ সময় এইএমএসের দাম ছিল ২৩০ থেকে ৪০০ ডলারের মধ্যে। স্থিতিশীল বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং খরচের মাধ্যমেই এই দাম নির্ধারিত হয়েছিল। ২০২১ সালে বৈশ্বিক ইস্পাত ঘাটতির সময় এই মূল্যসীমা ভেঙে যায়। কোভিড-পরবর্তী চাহিদা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ইস্পাতের উৎপাদন বজায় রাখা ছিল কঠিন। ২০২২ সালে আমরা এর নতুন দৃষ্টান্ত দেখেছি, কারণ এ সময়ে বেশির ভাগ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। মূলধন এবং জ্বালানি শক্তির উচ্চ খরচসহ অন্যান্য আরও কারণে এমনটি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইস্পাতের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছেই, তার ওপর উৎপাদনও এতটাই কমছে যে, আগামী সপ্তাহগুলোর জন্য বাজারের গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়াও খুব কঠিন। পরিবর্তনগুলো খুব দ্রুত ঘটছে এবং বর্তমান সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য একেবারেই পরিষ্কার নয়।

সম্মেলনে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং দেশ-বিদেশে ব্যবহৃত লোহা ও ইস্পাত পণ্যের সম্ভাবনা, ইস্পাতের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি, গুণমান, বর্তমান টেকসই প্রযুক্তি, জাহাজ ভাঙা, আধুনিক বাজারনীতি, বৈশ্বিক বাণিজ্য ধারায় পরিবর্তন, উদীয়মান বিভিন্ন খাত ও দামের প্রবণতা বিষয়ে বিভিন্ন সেশনে আলোচনা করেন।

খাতসংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগস্বল্পতা শিল্পোৎপাদনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে

শিল্পায়নের জোয়ারে বিশ্ব অর্থনীতি পেয়েছে গতিশীলতা। শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে বিশ্বায়নের পালে লেগেছে হাওয়া। তবে এই ইতিবাচকতার পাশাপাশি উদ্বেগজাগানিয়া বিষয়ও রয়েছে। শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার্বন নিঃসরণ যেমন মাথাব্যথার কারণ, তেমনই সমুদ্র পরিবহন খাতেও বিষয়টি চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থা ও উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। এই লক্ষ্য পূরণে জোর দেওয়া হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের ওপর। বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন খাতে।

তবে বিকল্প জ্বালানি এখনো ব্যাপক পরিসরে সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। এসব জ্বালানির উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ বেশ সংবেদনশীল বিষয়। এর জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগের বিষয়ও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়গুলো এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। এগুলোর বাণিজ্যিক সরবরাহ শুরু হতে সময় লাগবে।

একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন করেনি। অন্যদিকে নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টায় জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতি শিল্পোৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তাপর্যায় পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনতে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলছেন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল উত্তোলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা অব্যাহতভাবে কমছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত যেসব কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা টেকসই কোনো সমাধান নয়। বরং পরিস্থিতি ক্রমেই বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে।

গত বছর দুয়েক ধরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজার বেশ অস্থিতিশীল রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পরিস্থিতি আরও নেতিবাচক দিকে এগিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ পরিস্থিতিতে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোয় অব্যাহতভাবে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল উত্তোলন বাড়িয়েছে ওপেক প্লাস। তবে উত্তোলন বাড়লেও জোটটি চাহিদা অনুযায়ী তেল সরবরাহে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই ব্যর্থতার পেছনে বিনিয়োগস্বল্পতাকেই প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নাইজেরিয়ার কথা। সাম্প্রতিক সময়ে ওপেকের সদস্য দেশটির জ্বালানি তেল উত্তোলন তলানিতে নেমেছে। মূলত বিনিয়োগস্বল্পতা ও পাইপলাইন থেকে তেল চুরির কারণে দেশটি প্রত্যাশিত মাত্রায় সরবরাহ বাড়াতে পারছে না। পূরণ করতে পারছে না জোটের বেঁধে দেওয়া কোটা। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, চাহিদা অনুযায়ী তেল সরবরাহের এই ব্যর্থতা শিল্পোৎপাদন খাতের গতিশীলতা থমকে দিতে পারে।

এলএনজি রপ্তানি কমাবে অস্ট্রেলিয়া

পূর্ব উপকূলের তিনটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির পর তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি কমানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। স্থানীয় বাজারে জ্বালানি পণ্যটির স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগস্টে এলএনজি রপ্তানিতে লাগাম টানার ঘোষণা দেয় দেশটি।

গত মাসে এলএনজি রপ্তানি থেকে রেকর্ড আয় করেছে অস্ট্রেলিয়া। এনার্জিকোয়েস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টে এলএনজি রপ্তানি খাতে দেশটির আয় হয়েছে ৫০০ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৮ শতাংশ বেশি। জুলাইয়ে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭৫ কোটি ৫৭ লাখ ৮১ হাজার ৩০০ ডলার। আগস্টে ৬৬ লাখ ৬০ হাজার টন এলএনজি রপ্তানি করেছে অস্ট্রেলিয়া। এক মাসের ব্যবধানে রপ্তানি বেড়েছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা আমদানির পূর্বাভাস কমিয়েছে এনআরএফ

২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা আমদানি ২০২১ সালের তুলনায় বাড়লেও প্রবৃদ্ধির হার আগের পূর্বাভাসের তুলনায় কম থাকবে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ)। সংস্থাটির গ্লোবাল পোর্ট ট্র্যাকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের কনটেইনার পোর্টগুলো দিয়ে খুচরা আমদানি দাঁড়াতে পারে ২ কোটি ৬১ লাখ টিইইউ। গত আগস্টে দেওয়া পূর্বাভাসের তুলনায় তা প্রায় ১ শতাংশ বা ২ লাখ টিইইউ কম।

এনআরএফের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে আমদানি ২০২১ সালের ২ কোটি ৫৮ লাখ টিইইউর তুলনায় ১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি থাকবে। এদিকে আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ৩ দশমিক ২ শতাংশ কমে ৮ হাজার ৭৩০ কোটি ডলারে নেমেছে। বাণিজ্য ঘাটতির এই পরিমাণ ২০২১ সালের অক্টোবরের পর সর্বনিম্ন।

জ্বালানি রূপান্তরে বিশেষ তহবিল গঠন করেছে সিএমএ সিজিএম

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের উদ্যোগকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ‘স্পেশাল ফান্ড ফর এনার্জিস’ নামে ১৫০ কোটি ডলারের একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে ফরাসি কনটেইনার পরিবহন ও শিপিং গ্রুপ সিএমএ সিজিএম। অক্টোবরে এই তহবিল আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করার কথা রয়েছে। তহবিল গঠনের পাশাপাশি এটি পরিচালনার জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা টিমও গঠন করেছে সিএমএ সিজিএম।

আগামী পাঁচ বছরে এই তহবিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করা হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রুপের সব কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নিঃসরণ কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে অন্যান্য করপোরেশন ও গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ রাশিয়া থেকে এলএনজি আমদানি কমিয়েছে গ্রিস

বিকল্প উৎসগুলোর কাছ থেকে আমদানি বাড়ানোর মাধ্যমে চলতি বছর রাশিয়ার কাছ থেকে এলএনজি আমদানি কমাতে সক্ষম হয়েছে গ্রিস। এতদিন গ্রিসের মোট এলএনজি চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ পূরণ হতো রাশিয়ার কাছ থেকে আমদানির মাধ্যমে।

রুশ-নির্ভরতা কমানোর ইউরোপীয় নীতি মেনে চলতি বছর দেশটির একমাত্র এলএনজি টার্মিনালে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি বাড়ানো হয়েছে। টার্মিনালটির সংরক্ষণ সক্ষমতা ২ লাখ ২৫ হাজার ঘনমিটার। প্রতি ঘণ্টায় এটি ১ হাজার ৪০০ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করতে পারে।

➤ বহর সম্প্রসারণ, বন্দর অবকাঠামোয় বড় বিনিয়োগ হ্যাপাগ-লয়েডের

কোভিড-উত্তর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে হ্যাপাগ-লয়েড। এ লক্ষ্যে তারা তাদের বহর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ওপর জোর দিচ্ছে। এছাড়া বন্দর অবকাঠামো খাতেও সম্পৃক্ততা বাড়াচ্ছে তারা। আর এর জন্য মোটা অংকের অর্থ বিনিয়োগ করছে জার্মানি কনটেইনার শিপিং কোম্পানিটি।

বহর সম্প্রসারণে এরই মধ্যে ২২টি জাহাজের কার্যাদেশ দিয়ে রেখেছে হ্যাপাগ-লয়েড। এগুলো নির্মাণে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। জাহাজগুলো যুক্ত হলে কোম্পানিটির কনটেইনার পরিবহন সক্ষমতা প্রায় এক-চতুর্থাংশ বেড়ে যাবে।

➤ আসন্ন উৎসবের মৌসুমে বাণিজ্যের গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কম হবে: মায়েরস্ক সিইও

প্রতি বছর বড়দিন উৎসব ও ছুটির মৌসুমে বিশ্বজুড়ে খুচরা বিক্রি বেড়ে যায়। একই সঙ্গে এই মৌসুমকে সামনে রেখে বৈশ্বিক বাণিজ্যের পালেও হাওয়া লাগে। এ বছরও বাণিজ্য বাড়বে। তবে এর গতি কিছুটা শ্লথ হবে। শিপিং কোম্পানি এপি মোলার-মায়েরস্কের প্রধান নির্বাহী সোরেন স্কোউ এমনটাই মনে করছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি ও ভোক্তা চাহিদার গতি এখন কিছুটা শ্লথ। এ কারণে চলতি বছর উৎসবের মৌসুমে বাণিজ্যও বাড়বে সীমিত গতিতে।

➤ মেক্সিকো উপসাগরে এলএনজি এক্সপোর্ট হাব স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের

মেক্সিকো উপসাগরে একটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এক্সপোর্ট হাব গড়ে তুলতে চাইছে মেক্সিকো। এই কাজে দেশটি ৪০০-৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। এই হাব ইউরোপের এলএনজি চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর সম্প্রতি এ কথা জানিয়েছেন।

নতুন এই এলএনজি হাবের অবস্থান হবে মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ভেরাক্রুজের কোতজাকোলকোস বন্দরে। এখান থেকে জাহাজে করে সহজেই ইউরোপে এলএনজি পরিবহন করা যাবে বলে প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন।

সংবাদ সংক্ষেপ

ইতালিতে নির্মিত সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ যোগ হচ্ছে প্রিন্সেসের বহরে

কার্নিভাল করপোরেশনের ব্র্যান্ড প্রিন্সেস ক্রুজেসের জন্য নতুন একটি বিশালাকার প্রমোদতরী নির্মাণ করছে ইতালির জাহাজ নির্মাতা ফিনক্যান্তিয়েরি। এটি প্রিন্সেসের বহরে সবচেয়ে বড় ও প্রথম এলএনজিচালিত প্রমোদতরী হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি এটি ইতালিতে নির্মিত সবচেয়ে বড় এবং ফিনক্যান্তিয়েরির তৈরি অন্যতম প্রথম এলএনজিচালিত ক্রুজ শিপের তকমা পেতে যাচ্ছে।

প্রিন্সেস ক্রুজেসের নতুন এই প্রমোদতরীর নাম সান প্রিন্সেস। এর গ্রস টনেজ ১ লাখ ৭৫ হাজার ৫০০ টন ও দৈর্ঘ্য ১ হাজার ১৩৩ ফুট।

সিঙ্গাপুরের মেরিন ফুয়েল বিক্রি স্থিতিশীল

আগস্টে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাংকারিং হাব সিঙ্গাপুরের মেরিন ফুয়েল বিক্রির পরিমাণ ছিল ৪১ লাখ ২০ হাজার টন, যা স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে বাংকারিং সেবা নিতে আসা জাহাজের সংখ্যাতেও খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

সরকারি তথ্যমতে, লো-সালফার ফুয়েল অয়েলের (এলএসএফও) বিক্রি আগস্টে কিছুটা বাড়লেও হাই-সালফার ফুয়েল অয়েলের (এইচএসএফও) বিক্রি খানিকটা কমেছে। সিঙ্গাপুরের মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি (এমপিএ) জানিয়েছে, আগস্টে এইচএসএফও বিক্রি হয়েছে ১২ লাখ ৩০ হাজার টন, যা আগের মাসের চেয়ে ৩ শতাংশ কম।

অফশোর ড্রিলিংয়ের সময় তেল ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে উদ্যোগী বাইডেন প্রশাসন

গভীর সমুদ্রে খননকাজের সময় তেল ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ এবং শ্রমিক ও জলজ পরিবেশের সুরক্ষার লক্ষ্যে নতুন একটি পদক্ষেপের প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন।

২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ভয়াবহতম ও প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা 'বিপি ডিপওয়াটার হরাইজন স্পিল'-এর পর ২০১৬ সালে একটি নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয় তৎকালীন বারাক ওবামা প্রশাসন। বাইডেনের নতুন এই প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য হলো তার ডেমোক্রেটিক উত্তরসূরির সেই উদ্যোগকে পুনরুজ্জীবিত করা।

শ্রীলংকা উপকূলে শিপিং রুট পরিবর্তন করছে এমএসসি

জাহাজ চলাচলের কারণে বিপদাপন্ন তিমির সুরক্ষার উদ্যোগে যোগ দিয়েছে এমএসসি। সম্প্রতি তারা ঘোষণা দিয়েছে, নীল তিমিসহ এর অন্যান্য প্রজাতির সুরক্ষায় তারা শ্রীলংকা উপকূলে জাহাজ পরিচালনার গতিপথ বিদ্যমান ট্রাফিক সেপারেশন স্কিম (টিএসএস) থেকে আরও ১৫ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে সরিয়ে নিয়েছে।

শ্রীলংকার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল বিপুল সংখ্যক তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল। রুটটি বর্তমান অবস্থান থেকে ১৫ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে সরানো হলে নীল তিমির মৃত্যুঝুঁকি ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

এশিয়ায় কমেছে জ্বালানি তেলের আমদানি

বিশ্বের শীর্ষ আমদানিকারক এশিয়ায় অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি অব্যাহতভাবে কমছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, অঞ্চলটির খুচরা বাজারে তেলের দাম এখনো বেশ চড়া। এদিকে উর্ধ্বমুখী ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে তেলের ব্যবহার কমাচ্ছে সংশ্লিষ্ট খাতগুলো। এই দুটি বিষয়ের প্রভাবে জ্বালানি তেলের চাহিদা কমেছে এশিয়ায়।

সেপ্টেম্বরেও এশিয়ার তেল আমদানিতে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। রেফিনিটিভ অয়েল রিসার্চের দেওয়া তথ্যমতে, সেপ্টেম্বরের এখন পর্যন্ত এশিয়ার দেশগুলো দৈনিক গড়ে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল জ্বালানি তেল আমদানি করেছে।

চীনে বিশ্বের শীর্ষ অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিকারক দেশ। রেফিনিটিভের তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরে দেশটি দৈনিক প্রায় ৯১ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করছে, আগস্টে যার পরিমাণ ছিল দৈনিক ৯৫ লাখ ব্যারেল।

স্বয়ংক্রিয় বার্থিং প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি

জাহাজ চলাচল খাতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগে নিজেদের যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ইএসএ)। সংস্থাটি তাদের নেভিগেশন ইনোভেশন অ্যান্ড সাপোর্ট প্রোগ্রামের (এনএভিআইএসপি) মাধ্যমে এমন একটি প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে, যেটি জাহাজের স্বয়ংক্রিয় বার্থিংয়ে সহায়ক হবে। আর এই কাজে ব্যবহার করা হবে স্যাটেলাইট লোকেশন প্রযুক্তি।

নতুন এই প্রকল্পের নাম গ্রিমাল্ডি স্যাটেলাইট অ্যাসিস্টেড বার্থিং প্রজেক্ট। ইতালির গ্রিমাল্ডি গ্রুপের উদ্যোগে প্রকল্পটিতে সহায়তা করছে কংসবার্গ ও রেডিওল্যাবস কনসোর্টিয়াম। এতে আরও যুক্ত আছে ইতালিয়ান স্পেস এজেন্সি (এএসআই)। প্রকল্পটির লক্ষ্য বার্থিং অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেমের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং এর আইনগত বৈধতার ব্যবস্থা করা। প্রকল্পটির প্রথম ফেজের মেয়াদ ধরা হয়েছে ১৮ মাস। দ্বিতীয় ফেজের কাজ শুরু হবে ২০২৪ সালের মার্চে।

এখনই এইচএমএম থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করবে না কোরিয়া সরকার

গত বছর থেকে একটি জনশ্রুতি চলে আসছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত শিপিং কোম্পানি এইচএমএমে থাকা নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। সম্প্রতি এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দেশটির সমুদ্র ও মৎস্যসম্পদ মন্ত্রী চো সেউং-হুয়ান। তিনি বলেন, এইচএমএমের শেয়ার এখনই বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছে না সরকার।

কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হলো একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ২০১৬ সালে তারা এবং আরেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কোরিয়া ওশান বিজনেস করপোরেশন মিলে এইচএমএমের আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারের ৪০ শতাংশ কিনে নেয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান দুটির নামে কিছু ওয়ারেন্ট ও কনভার্টিবল বন্ডও ইস্যু করা রয়েছে। এগুলো শেয়ারে রূপান্তরিত হলে দুটি ব্যাংকের মাধ্যমে এইচএমএমে সরকারের মোট মালিকানা দাঁড়াবে ৭০ শতাংশের বেশি।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্লু অ্যামোনিয়া প্রডাকশন ফ্যাসিলিটি স্থাপন করছে কাতার

বিশ্বের সবচেয়ে বড় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানিকারক দেশ কাতার। তবে এই পরিচয়ের বাইরে গিয়ে নিজেদের জ্বালানি খাতকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে চাইছে দেশটি। এরই অংশ হিসেবে ব্লু অ্যামোনিয়া উৎপাদনে নজর দিয়েছে তারা। এরই অংশ হিসেবে নতুন একটি ব্লু অ্যামোনিয়া প্রডাকশন ফ্যাসিলিটি স্থাপন করছে রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি কোম্পানি কাতারএনার্জি।

কাতারের দাবি, এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্লু অ্যামোনিয়া ফ্যাসিলিটি। কাতারএনার্জির নতুন এই ফ্যাসিলিটি স্থাপন করা হচ্ছে অ্যামোনিয়া-৭ প্রকল্পের অধীনে। এটি

বন্দরগুলোর কার্যসক্ষমতা বাড়াতে আইন সংশোধন করবে অস্ট্রেলিয়া

শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে টার্মিনাল অপারেটরদের দ্বন্দ্বের কারণে অনেকদিন ধরেই কার্যসক্ষমতার ঘাটতিতে ভুগতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বন্দরগুলোকে। এর কারণে দেশটির অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণও একেবারে কম নয়। এমন অবস্থায় বন্দরগুলোর কার্যসক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার। এর জন্য বিদ্যমান শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে তারা।

সম্প্রতি প্রডাক্টিভিটি কমিশন অব অস্ট্রেলিয়া একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বন্দরগুলোর কার্যসক্ষমতার ঘাটতির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই ঘাটতির কারণে প্রতি বছর ৬০ কোটি ৫০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলারের (প্রায় ৪১ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার) সম্ভাব্য রাজস্ব হারাচ্ছে দেশটির অর্থনীতি।

এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের মেয়াদে পরিচালিত কোয়ালিশন পার্টির একটি তদন্তের ওপর ভিত্তি করে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ান ট্রেজারির সাবেক প্রধান জশ ফ্রাইডেনবার্গ দেশটির বন্দরগুলোর কার্যসক্ষমতা খতিয়ে দেখার জন্য প্রডাক্টিভিটি কমিশনের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বন্দর টার্মিনাল অপারেটর ও মেরিটাইম ইউনিয়ন অব অস্ট্রেলিয়ার (এমইউএ) মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। নিজেদের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষা করবে, এমন এন্টারপ্রাইজ এগ্রিমেন্টের (ইএ) দাবিতে আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১০টি বন্দরে কর্মবিরতির ডাক দেয় শ্রমিকরা। তদন্ত প্রতিবেদনে এমইউএর ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রডাক্টিভিটি কমিশন মনে করছে, দেশটির সমুদ্র পরিবহন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে এই পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে ফাটল, রেকর্ড মিথেন নির্গমন

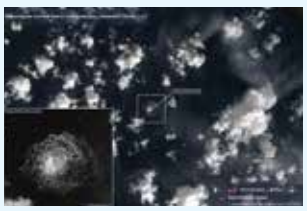

বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া রাশিয়া-জার্মানি নর্ড স্ট্রিম ওয়ান ও নর্ড স্ট্রিম টু গ্যাস পাইপলাইনে সম্প্রতি ফাটল ধরা পড়েছে। সেখান দিয়ে এখন পর্যন্ত একক কোনো ঘটনায় রেকর্ড পরিমাণ ক্ষতিকর মিথেন নির্গমন হয়েছে। জাতিসংঘ জলবায়ু কর্মসূচি (ইউএনইপি) এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির ইন্টারন্যাশনাল মিথেন এমিশনস অবজারভেটরির (আইএমইও) গবেষকরা স্যাটেলাইট চিত্রের বিশ্লেষণ করে ভারী মাত্রায় মিথেন গ্যাস নির্গমন শনাক্ত করেছেন।

ডেনমার্কের কর্তৃপক্ষ প্রথম নর্ড স্ট্রিম টু গ্যাস পাইপলাইনে একটি ফাটল শনাক্ত করে। দেশটির বর্নহোম দ্বীপের কাছে এই ফাটল শনাক্তের পর বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সেই এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয় তারা। সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে অন্তত চারটি ফাটলের তথ্য জানা গেছে।

এই ফাটলের কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানা গেলেও জার্মানি আশঙ্কা করছে, এর পেছনে পরিকল্পিত কোনো নাশকতার ঘটনা থাকতে পারে। নর্ড স্ট্রিম ওয়ান ও নর্ড স্ট্রিম টু হলো চারটি অফশোর গ্যাস পাইপলাইন, যার মাধ্যমে বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে রাশিয়া থেকে জার্মানিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে মিথেন নিঃসরণ মনিটরিং করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিএইচজিস্যাট। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নর্ড স্ট্রিমের চারটি ফাটলের মধ্যে একটি থেকে মিথেন নির্গমনের হার ঘণ্টায় ২২ হাজার ৯২০ কেজি, যা ঘণ্টায় প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার পাউন্ড কয়লা পোড়ানোর সমান। ফাটল তৈরির চারদিনের মাথায় এই আশঙ্কাজনক হারে মিথেন নির্গমন শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জিএইচজিস্যাটের গবেষকরা।

প্রতি বছর ১২ লাখ টন ব্লু অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে সেখানে উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্পটির বিষয়ে কাতারএনার্জি রিনিউয়েবল সলিউশনস ও কাতার ফার্টিলাইজার কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

আবারও ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের

আরেক দফা ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ (এসসিএ)। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে ড্রাই বাল্ক শিপ ও প্রমোদতরীগুলোর জন্য ফি বাড়বে ১০ শতাংশ। এগুলোর বাইরে সব ধরনের জাহাজের ট্রানজিট ফি ১৫ শতাংশ বাড়বে।

চলতি বছর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল এসসিএ। বৈশ্বিক বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় সুয়েজ খালের ওপর চাপও বাড়ছে–এই যুক্তি দেখিয়ে গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চে দুই দফায় টোল বাড়ায় তারা। এসসিএ আশা করছে, নতুন টোল হার কার্যকর হলে তাদের বার্ষিক রাজস্ব আয় ৭০ কোটি ডলার বেড়ে যাবে। সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরে (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২) কর্তৃপক্ষ রেকর্ড ৭০০ কোটি ডলার আয় করেছে।

সমুদ্র নজরদারিতে ড্রোন ব্যবহার করবে থাইল্যান্ড

সমুদ্রে নজরদারির কাজে গতি আনতে একাধিক হেরমেস ৯০০ আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) কিনবে থাইল্যান্ডের নৌবাহিনী। ইসরায়েলি ডিফেন্স ইলেকট্রনিকস কোম্পানি এলবিট সিস্টেমসের কাছ থেকে ইউএভিগুলো কিনবে তারা। এ কাজে মোট ব্যয় হবে প্রায় ১০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। মাঝারি আকারের ড্রোন হেরমেস সর্বোচ্চ ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় টানা ৩৬ ঘণ্টার বেশি চলতে পারে।

ঠিক কতটি হেরমেস ৯০০ ড্রোন কেনা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি থাই নৌবাহিনী। তবে এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে পরবর্তী চার বছর এই ক্রয় কার্যক্রমের জন্য বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। নৌবাহিনী জানিয়েছে, ড্রোনগুলো দেশটির সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি শিপিং রুটের সুরক্ষা ও বিভিন্ন উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করবে ইউএভিগুলো।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উদ্যোগকে সমর্থন কানাডা-ইউএইর

সমুদ্র পরিবহন খাতের জন্য লো-কার্বন ফুয়েল উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি 'ক্লিন এনার্জি মেরিন হাবস ইনিশিয়েটিভ' নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও কানাডা প্রথম দুটি দেশ হিসেবে এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার পিটসবুর্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্লিন এনার্জি মিনিস্টারিয়াল (সিইএম) কনফারেন্সে উদ্যোগটির বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্যোক্তা ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস), ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস অ্যান্ড হারবারস (আইএপিএইচ) ও ক্লিন এনার্জি মেরিটাইম টাস্কফোর্স। বন্দর কর্তৃপক্ষ, শিপিং কোম্পানি, অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি কোম্পানিসহ সমুদ্র শিল্প ও জ্বালানি খাতের ভ্যালু চেইনে থাকা সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই উদ্যোগ।

এখনো ৮২টি জাহাজ ইউক্রেনে আটকা রয়েছে: আইসিএস

জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে মানবিক করিডোর স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর হলেও এখনো প্রায় ৮২টি জাহাজ ও ৪১৮ জন নাবিক ইউক্রেনের বন্দরগুলোয় আটকা পড়ে রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিংয়ের (আইসিএস) চেয়ারম্যান ইমানুয়েল গ্রিমাল্ডি এক সংবাদ সম্মেলনে

সংবাদ সংক্ষেপ

গ্রেট লেকে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যে গবেষণার উদ্যোগ এমএআরএডির

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট লেকে কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে লো-কার্বন ফুয়েল ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমএআরএডি)। এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেবে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন ক্লিন ট্রান্সপোর্টেশন (আইসিসিটি)। অংশীদার হিসেবে থাকবে আমেরিকান ব্যুরো অব শিপিং (এবিএস) ও কনফারেন্স অব গ্রেট লেকস অ্যান্ড সেন্ট লরেন্স গভর্নরস অ্যান্ড প্রিমিয়ারস (জিএসজিপি)।

১৬ মাসের এই প্রকল্পে গবেষকরা গ্রেট লেকে চলাচলকারী জাহাজগুলোয় কোন কোন বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

নেদারল্যান্ডসে গ্রিন অ্যামোনিয়া হাব তৈরির উদ্যোগ ভেস্তা-ইউনিপারের

নেদারল্যান্ডসের ভ্লিসিনজেনে আগে থেকেই জ্বালানি সংরক্ষণাগার রয়েছে ভেস্তা টার্মিনালসের। এখন সেটিকে সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রিন অ্যামোনিয়া হাবে পরিণত করা যায় কিনা, সেই সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ভেস্তার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে জার্মান এনার্জি জায়ান্ট ইউনিপার।

জ্বালানি খাতে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলোর রাশিয়া-নির্ভরতা কমানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সাল নাগাদ হাবটি চালু হলে সেটি হবে বিশ্বের প্রথম গ্রিন অ্যামোনিয়া হাব।

জাহাজের মিথেন নিঃসরণ কমানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে জোট

পরিবেশবান্ধব সমুদ্র পরিবহন খাত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো মিথেন গ্যাস নিঃসরণ। জাহাজ থেকে এই ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ কীভাবে কমানো যায়, সেই বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছে খাতসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

এই উদ্যোগে সামিল অংশীজনের মধ্যে রয়েছে শীর্ষ জ্বালানি কোম্পানি শেল, সর্ববৃহৎ কনটেইনার পরিবহন প্রতিষ্ঠান এমএসসি, সার্টিফিকেশন কোম্পানি লয়েড'স রেজিস্টার ইত্যাদি। তারা এলএনজিচালিত জাহাজ থেকে মিথেন নিঃসরণের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ ও তা নিয়ন্ত্রণের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিটাইম একাডেমিগুলোর জন্য নির্মাণ হচ্ছে পাঁচটি প্রশিক্ষণ জাহাজ

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এমএআরএডি) একটি প্রকল্পের অধীনে পাঁচটি নতুন ন্যাশনাল সিকিউরিটি মাল্টি-মিশন ভেসেল (এনএসএমভি) নির্মাণ করা হচ্ছে, যেগুলো দেশটির বিভিন্ন রাজ্যের মেরিটাইম একাডেমিগুলোয় ট্রেনিং শিপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

সম্প্রতি এই পাঁচ এনএসএমভির প্রথমটি পানিতে ভাসানো হয়েছে। এম্পায়ার স্টেট সেভেন নামের জাহাজটি নির্মাণ করেছে ফিলি শিপইয়ার্ড। আগামী বছর জাহাজটি নিউইয়র্কের সানি মেরিটাইম কলেজের কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে। এটি কলেজের ছয় দশকের পুরনো ট্রেনিং শিপ এম্পায়ার স্টেট সিক্সের স্থলাভিষিক্ত হবে।

সংবাদ সংকেত

- আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকা কনকর্ডিয়া মেরিটাইম তাদের আরও তিনটি জাহাজ বিক্রির কথা জানিয়েছে। এই বিক্রির ফলে কোম্পানিটির বহরে প্রডাক্ট ট্যাংকারের সংখ্যা চারে নেমে আসবে।
- জিব্রাল্টার উপকূলে সম্প্রতি ট্যাংকারের সঙ্গে ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাল্কার থেকে সাগরের পানিতে তেল ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার জেরে স্পেন ও জিব্রাল্টারের সমুদ্রসৈকতে সতর্কতামূলক লাল পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- সুয়েজ খালের দক্ষিণমুখী লেনে সম্প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আড়াআড়িভাবে আটকা পড়ে অ্যাফিনিটি ফাইভ নামের একটি ট্যাংকার। পাঁচ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় ট্যাংকারটিকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। এই সময়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল।
- আকাবা বন্দরের নিকটবর্তী লোহিত সাগরের একটি সংরক্ষিত প্রাকৃতিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় সম্প্রতি মিশর ছেড়ে আসা একটি কার্গো জাহাজকে আটক করেছে জর্ডানের কর্তৃপক্ষ।
- নিজেদের কানেক্টিভিটি পোর্টফোলিও আরও উন্নত করতে স্পেসএক্সের স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সার্ভিস স্টারলিংকের সেবা গ্রহণ করবে স্মার্ট নেটওয়ার্ক সলিউশন মেরলিংক। সম্প্রতি এ বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- সাউথ লুইজিয়ানায় একটি পরিচ্ছন্ন হাইড্রোজেন ক্লাস্টার তৈরিতে কাজ করবে ২৫টি সংস্থার কনসোর্টিয়াম এইচ টু দ্য ফিউচার। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রশাসন (ইডিএ) সম্প্রতি তাদের ৫ কোটি ডলার অনুদান দিয়েছে।
- জার্মানিতে রাইন নদীর পানির স্তর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসার পথে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে হওয়া বৃষ্টিপাত গুরুত্বপূর্ণ এই নৌরুটটির নাব্যতা ফিরে আসার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।
- দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে ১৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে হানওহা গ্রুপ। বিনিময়ে দাইয়ুর ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা পাবে তারা।
- অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট ও কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) ব্যবসায় সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ সম্প্রতি নরওয়ের ইকুইনরের সঙ্গে একটি কৌশলগত সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
- চুক্তির কিছু শর্ত পূরণ না হওয়ায় চারটি কনটেইনার জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ বাতিল করেছে সিস্ক্যান করপোরেশন। গত মে মাসে এই চারটি ৭ হাজার ৭০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার জাহাজের কার্যাদেশ দেয় তারা।
- ছত্রাক সংক্রমণের কারণে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল থেকে ভ্যালেন্সিয়া জাতের কমলা ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) রপ্তানি স্থগিত করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কমলা রপ্তানিকারক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা।
- বিশ্বের প্রথম মিথানল-চালিত নিউক্যাসলম্যাক্স বাল্ক ক্যারিয়ারের নকশা সম্প্রতি ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি এবিএসের নীতিগত অনুমোদন (এআইপি) লাভ করেছে। এর নকশা করেছে কিংদাও বেইহাই শিপবিল্ডিং ও সিএসডিসি।

বলেছেন, 'এই করিডোর স্থাপন হয়েছে কেবল শস্য বোঝাই করে জাহাজ বের হয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে অন্য জাহাজগুলোর জন্য ইউক্রেন ত্যাগ করাটা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া ইউক্রেনে এখনো যুদ্ধ চলছে এবং সেখানকার সাগরে এখনো মাইন রয়েছে।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর ইউক্রেনের বন্দরগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং প্রায় ১০০ জাহাজ ও ২ হাজার নাবিক সেখানে আটকা পড়ে।

খালি কনটেইনার চীনে পাঠাতে হিমশিম খাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

জটের কারণে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের শিপিং লাইন ও কনটেইনার মালিকদের খালি কনটেইনার চীনে ফেরত পাঠাতে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে। এর ওপর বাড়তি ঝামেলা তৈরি করছে ট্রাক পরিবহন নিয়ে উদ্ভূত সংকট, যার কারণে অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। কনটেইনার লজিস্টিক কোম্পানিগুলোর অপারেটিং প্লাটফর্ম কনটেইনার এক্সচেঞ্জ প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই উৎসবের মৌসুমে খুচরা বিক্রির ধুম পড়ে যায়। এ উপলক্ষে রিটেইলাররাও পণ্য আমদানি বাড়িয়ে দেয়, যার বেশিরভাগই আসে চীন থেকে। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভার সংকটের কারণে আমদানীকৃত কনটেইনার অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে খালাস করে সেগুলো আবার বন্দরে আনতে বিলম্ব হচ্ছে। এতে করে খালি কনটেইনার চীনে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও হিমশিম খেতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে।

খরায় নাব্যতা সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নৌপথ, বিপর্যস্ত শস্য রপ্তানি

খরার কারণে নদীর পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলো তীব্র নাব্যতা সংকটে ভুগছে। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ মিসিসিপি নদীকেও এই সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে নদীটির ভাটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যবাহী বার্জ আটকা পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা সংকটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূল থেকে শস্য রপ্তানি এরই মধ্যে কমে গেছে। দেশটি মোট যে পরিমাণ ভুট্টা, সয়াবিন ও গম রপ্তানি করে, তার ৬০ শতাংশই পরিবহন হয় উপসাগরীয় উপকূলের বন্দরগুলো দিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর পানির স্তর গত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। সামনের দিনগুলোয় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। ফলে এই স্থবিরতা যে শিগগিরই কেটে যাবে, সেই নিশ্চয়তাও নেই।

বায়ুশক্তিতে চালিত জাহাজের পণ্য পরিবহন সক্ষমতা ১০ লাখ ডিডব্লিউটি ছাড়িয়েছে

জাপানি শিপিং কোম্পানি মিৎসুই ওএসকে লাইন সম্প্রতি তাদের একটি ৯৯ হাজার ডিডব্লিউটি বাল্কার জাহাজে উইন্ড প্রপালশন প্রযুক্তি স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে বায়ুশক্তিতে চালিত জাহাজগুলোর পণ্য পরিবহনের সম্মিলিত সক্ষমতা ১০ লাখ ডিডব্লিউটির মাইলফলক ছাড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে সমুদ্র পরিবহন খাতে নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে জাহাজগুলোয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও শক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে জাহাজে উইন্ড প্রপালশন প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। একের পর এক জাহাজে এই প্রযুক্তি স্থাপন করা হচ্ছে, মিৎসুইয়ের বাল্কারটি যার সর্বশেষ সংযোজন। এমন এক সময় এই মাইলফলক অর্জন হলো, যখন বৈশ্বিক সমুদ্র শিল্প 'ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে' উদ্‌যাপন করছে এবং এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'পরিবেশবান্ধব সমুদ্র পরিবহনের জন্য নতুন প্রযুক্তি'।

আইএমওর নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন: ইউএমএএস

২০৫০ সাল নাগাদ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও), তা অর্জন করতে হলে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত মূলধনি বিনিয়োগ করতে হতে পারে সমুদ্র পরিবহন খাতকে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মেরিটাইম কনসালট্যান্সি ফার্ম ইউএমএএসের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এই হিসাব দেখানো হয়েছে।

সমুদ্র পরিবহন খাতে নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হচ্ছে জ্বালানি রূপান্তর, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণসহ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের বিষয়টিকে। ইউএমএএসের 'ক্লাইমেট অ্যাকশন ইন শিপিং' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমুদ্র পরিবহন খাতকে এই ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে ১ লাখ কোটি থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলারের তহবিলের সংস্থান করতে হবে।

২০৫০ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ২০০৮ সালের তুলনায় অর্ধেক মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে আইএমও। এই লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক বহরের অন্তত ৫ শতাংশ জাহাজে স্কেলেবল জিরো এমিশন ফুয়েলের (এসজেডইএফ) ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইউএমএএস জানিয়েছে, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সরবরাহ, অর্থায়ন, নীতিনির্ধারণ, চাহিদা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে শিপিং খাত অনেকটাই এগিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সংগতি রেখে সমুদ্র পরিবহন খাতে নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। এর পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বাংকারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে শিপিং খাতকে।

বন্দর পরিচিতি

ফিলিক্সটো পোর্ট

ফিলিক্সটো বন্দর হলো যুক্তরাজ্যের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দর। এর অবস্থান সাফোক কাউন্টির বন্দরনগরী ফিলিক্সটোতে। যুক্তরাজ্যের মোট কনটেইনার পরিবহনের ৪৮ শতাংশ সম্পন্ন হয় এই বন্দর দিয়ে। ২০১৭ সালে এটি ছিল বিশ্বের ৪৩তম এবং ইউরোপের অষ্টম ব্যস্ত কনটেইনার পোর্ট। সে বছর বন্দরটি দিয়ে ৩৮ কোটি ৫০ লাখ টিইইউ কনটেইনার পরিবহন হয়েছিল। ২০২১ সালের লয়েড'স লিস্টে এর অবস্থান ছিল ৫১তম।

প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো ফিলিক্সটো বন্দর ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বন্দর পরিচালনায় রয়েছে ফিলিক্সটো ডক অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি। 'ফিলিক্সটো রেলওয়ে অ্যান্ড পিয়ার অ্যাক্ট, ১৮৭৫' শীর্ষক পার্লামেন্টারি আইনের অধীনে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি হলো যুক্তরাজ্যের সেসব মুষ্টিমেয় কোম্পানির একটি, যেগুলো লিমিটেড কোম্পানি হলেও নামের সঙ্গে 'লিমিটেড' শব্দটি ব্যবহার করে না।

৮ হাজার ৩৬০ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত বন্দরটির বেশিরভাগ জমিরই মালিক ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ। ১৯৩০-এর দশকে তারা ফিলিক্সটোর কাছে এই জমি কেনে। সে সময় সেখানে ছোট্ট একটি ডক ছিল। এটি এতই ছোট ছিল যে, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ডক লেবার স্কিমে তা তালিকাভুক্ত ছিল না।

কনটেইনারে করে পণ্য পরিবহনে আর্থিক সুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯৬৭ সালে ফিলিক্সটো বন্দরে ৩৫ লাখ পাউন্ড ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় যুক্তরাজ্যের প্রথম কনটেইনার টার্মিনাল। এই দীর্ঘ যাত্রার সুবাদে বন্দরটি আজ যুক্তরাজ্যের ব্যস্ততম কনটেইনার পোর্টে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে ফিলিক্সটো ডক অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানির মালিক হাচিসন পোর্ট হোল্ডিংস গ্রুপ (এইচপিএইস)। এটি একটি বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৫১ সালে ফিলিক্সটো ডক অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানিকে কিনে নিয়েছিল গর্ডন পারকার নামের এগ্রিকালচারাল মার্চেন্ট কোম্পানি। সে সময় বন্দরটি কেবল খাদ্যশস্য ও কয়লা হ্যান্ডলিং করত। ১৯৭৬ সালে ফিলিক্সটো চলে যায় ইউরোপিয়ান ফেরি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। ১৯৯৪ সালে ফিলিক্সটো বন্দরের ২৫ শতাংশ শেয়ার কিনে নেয় বর্তমান মালিক এইচপিএইস।

ফিলিক্সটো বন্দরের রয়েছে পুরনো দুটি কনটেইনার টার্মিনাল–ট্রিনিটি ও ল্যান্ডগার্ড। এছাড়া রয়েছে একটি রো-রো টার্মিনাল। বন্দরের রয়েছে একটি ২ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন জেটি, যেটিতে রয়েছে ২৯টি শিপ-টু-শোর গ্যান্ট্রি ক্রেন। বন্দরের প্রধান নেভিগেশন চ্যানেলের গভীরতা ১৪ দশমিক ৫ মিটার। জেটির কাছে সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫ মিটার। এর ফলে ফিলিক্সটো বন্দরে নতুন প্রজন্মের বেশি ড্রাফটের পোস্ট-প্যানামাক্স বাল্ক ক্যারিয়ার ও ১৮ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ ভিড়তে পারে।

ফিলিক্সটো বন্দরের মোট বার্থ সংখ্যা ১০টি। এর রয়েছে নিজস্ব পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রয়েছে। এছাড়া বন্দরের প্রত্যেক টার্মিনালের নিজস্ব রেল টার্মিনাল রয়েছে, যেগুলো ফিলিক্সটো ব্রাঞ্চ লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত।

২০০৮ সালে বন্দর সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ফিলিক্সটো সাউথ টার্মিনাল প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়। দুটি পর্যায়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়, যার অধীনে ১ হাজার ৩০০ মিটার দীর্ঘ নতুন একটি জেটি নির্মাণ করা হয় এবং ১২টি নতুন শিপ-টু-শোর গ্যান্ট্রি ক্রেন সংযুক্ত করা হয়। এই জেটিতে সর্বোচ্চ ১৬ মিটার ড্রাফটের কনটেইনার জাহাজ ভিড়তে পারে।

২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য বন্দরের মতো ফিলিক্সটো বন্দরকেও সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যে মোট ১ কোটি ৫ লাখ টিইইউ কনটেইনার পরিবহন হয়েছিল, যার ৩৬ শতাংশ হ্যান্ডলিং করেছিল ফিলিক্সটো বন্দর। ২০২০ সালে বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং ৯ দশমিক ৬ শতাংশ কমে যায়। সার্বিকভাবে সে বছর কার্গো হ্যান্ডলিং ২০১৯ সালের ২ কোটি ৫৩ লাখ টন থেকে ৯ শতাংশ কমে ২ কোটি ৫০ লাখ টনে নেমে আসে। ২০২১ সালে বন্দরটি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে ৩৭ লাখ টিইইউ।

এমএমএসএ ইন্টারন্যাশনাল মিথানল কনফারেন্স

১-৩ নভেম্বর, সিঙ্গাপুর

নিঃসরণ মোকাবিলায় অন্যতম বিকল্প জ্বালানি বিবেচনা করা হচ্ছে মিথানলকে। এই জ্বালানি পরিবহন ও সংরক্ষণের বিষয়ে গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোগ। মিথানল জ্বালানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বাজার। এসব বাজারের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে কনফারেন্স। এই খাতের শীর্ষ স্টেকহোল্ডাররা তাদের প্রেজেন্টেশনে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। বিশ্বজুড়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কনফারেন্সটি।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3Vx5VwM

অফশোর অ্যান্ড ফ্লোটিং উইন্ড ইউরোপ ২০২২

২-৩ নভেম্বর, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ওপর জোর দিচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো। অফশোর উইন্ড খাতে সম্ভাবনা ও সক্ষমতার দিক থেকে ইউরোপ অন্যদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। সেখানে অফশোর প্রকল্প থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ মোট ৪৫০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারগুলোর। কীভাবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়, সেই এজেন্ডার পাশাপাশি উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, নতুন নতুন প্রকল্পের চাহিদা পূরণের উপযোগী সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হবে কনফারেন্সটিতে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3iiW0MM

প্যাসিফিক মেরিন এক্সপো ২০২২

১৭-১৯, সিয়াটল, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ও কমার্শিয়াল মেরিন ট্রেড শো এটি। বার্ষিক এই আয়োজনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাজারের সব অংশীজন একত্র হবে। তাদের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক জাহাজের মালিক, বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণকারী, ফিশিং বোট নির্মাতা, ওয়ার্কবোট অপারেটর, সিফুড প্রক্রিয়াজাতকারী, টাগ, টো ও মেরিন প্যাট্রল কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, ক্রু ইত্যাদি। এই প্রদর্শনী মৎস্য আহরণ ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সেবা খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বাজারের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়ক হবে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3AL0Ada

গ্রন্থ পরিচিতি

মারপোল: আর্টিকেলস, প্রোটোকলস, অ্যানেক্সেস অ্যান্ড ইউনিফায়েড ইন্টারপ্রিটেশনস

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন

অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে স্থলভাগের সম্পদ যখন ক্রমশ শেষ হয়ে যাওয়ার পথে, তখন নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে সমুদ্রসম্পদ। বিশেষ করে সুনীল অর্থনীতির যুগে সমুদ্র শিল্পের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এর সঙ্গে বিশ্ববাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সমুদ্র পরিবহন খাতের ওপর চাপ তৈরি করছে।

সাগরের ব্যবহার যত বাড়ছে, এর দূষণের পরিমাণও ততটা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকসই সমুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে সামুদ্রিক পরিবেশের সুস্থতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনই একটি উদ্যোগ হলো ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রিভেনশন অব পলিউশন ফ্রম শিপস বা মারপোল কনভেনশন।

১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) কর্তৃক গৃহীত মারপোলের হলো জাহাজ পরিচালনা ও দুর্ঘটনাজনিত প্রভাব থেকে সামুদ্রিক পরিবেশকে সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে এখন পর্যন্ত গৃহীত প্রধান আন্তর্জাতিক কনভেনশন। জাহাজ চলাচলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বিভিন্নভাবে তেল বা ক্ষতিকর অন্যান্য পদার্থ সাগরের পানিতে পতিত হয়। এছাড়া দুর্ঘটনার কারণেও জাহাজের জ্বালানি বা ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পানিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসব নিঃসরণ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই মারপোলের লক্ষ্য।

মারপোল কনভেনশনের কৌশলগত বিষয়গুলোকে ছয়টি অ্যানেক্সে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি অ্যানেক্স অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৭৩ সালের মূল কনভেনশনে, যেগুলো ১৯৭৮ সালের প্রটোকল অনুযায়ী মডিফাই করা হয়। এসব অ্যানেক্সে জাহাজের তেল, বিপজ্জনক তরল পদার্থ, প্যাকেটজাত ক্ষতিকর পদার্থ, জাহাজের পয়োনিষ্কাশন ও বর্জ্যের কারণে সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অ্যানেক্সটি গ্রহণ করা হয় ১৯৯৭ সালের প্রটোকলের মাধ্যমে। এটির মাধ্যমে জাহাজ কর্তৃক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মারপোল কনভেনশনের বিভিন্ন আর্টিকেল, প্রোটোকল, অ্যানেক্স ও ব্যাখ্যা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে আইএমও কর্তৃক প্রকাশিত বইটিতে। এছাড়া আইএমওর মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটি (এমইপিসি) কর্তৃক যেসব সংশোধন আনা হয়েছে, সেগুলোও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এতে।

আইএসবিএন-১০: ৯২৮০১১৬৫৭৬
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-৯২৮০১১৬৫৭১

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

রোটর শিপ

রোটর শিপ হলো বিশেষভাবে নকশাকৃত এক ধরনের জাহাজ, যেগুলোর প্রপালশন সিস্টেমে শক্তি সরবরাহ করে বিশালাকার ভার্টিক্যাল রোটর। এগুলো রোটর সেইল নামেও পরিচিত। জার্মান প্রকৌশলী অ্যান্টন ফ্লেটনার প্রথম এই ধরনের জাহাজ নির্মাণ করেন, যার কারণে রোটর শিপকে মাঝেমধ্যে ফ্লেটনার শিপ নামেও ডাকা হয়।

রোটর শিপের প্রপালশন সিস্টেমে শক্তি সরবরাহ হয় ম্যাগনাস ইফেক্টের মাধ্যমে। ম্যাগনাস ইফেক্ট হলো এক ধরনের বল, যা বায়ুস্রোতের গতিপথে থাকা ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে তৈরি হয়। এই বল বায়ুস্রোতের গতিপথ ও রোটরের অক্ষের সমকৌণিকভাবে উৎপন্ন হয়।

রোটরের নিজের শক্তি কিন্তু বাতাস থেকে আসে না। এর জন্য নিজস্ব শক্তির উৎসের প্রয়োজন হয়। পালযুক্ত অন্যান্য জাহাজের মতো রোটর শিপেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট আকারের কনভেনশনাল প্রপেলার থাকে। এই প্রপেলার জাহাজের ম্যানুভারেবিলিটি ও অল্প গতিতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়া যখন বায়ুপ্রবাহ থাকে না এবং রোটর বন্ধ থাকে, তখন এই প্রপেলার জাহাজকে গতিশীল রাখে।

একটি হাইব্রিড রোটর শিপে প্রপেলারগুলো প্রপালশনের প্রাইমারি সোর্স হিসেবে কাজ করে। আর রোটরগুলো শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলে। এতে করে সার্বিকভাবে জ্বালানি ব্যয় অনেকটাই কমে যায়। গবেষকরা বলেন, রোটর সেইল একটি জাহাজের জ্বালানি বাবদ খরচ ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারে।

১৯২৪ সালে ফ্লেটনারের তৈরি বিশ্বের প্রথম রোটর শিপের নাম ছিল বুকাউ। এতে ব্যবহৃত দুটি রোটরের উচ্চতা ছিল প্রায় ১৫ মিটার। ব্যাস ছিল ৩ মিটার। জাহাজটির ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেমে শক্তি উৎপাদন হতো ৫০ হর্সপাওয়ার (৩৭ কিলোওয়াট)।

রোটর সেইল ও রোটর শিপ নিয়ে শিপিং খাতসংশ্লিষ্টদের আগ্রহ চাঙ্গা হয় ১৯৮০-এর দশকে। প্রথাগত জাহাজগুলোর তুলনায় রোটর শিপে জ্বালানি ব্যয় কম হওয়ার কারণে এটি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জাহাজে এই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

এডওয়ার্ড লয়েড

সপ্তদশ শতকের শেষভাগের কথা। সে সময় লন্ডনের মার্চেন্টদের মধ্যে খুব কম জনেরই নিজস্ব অফিস অথবা কাউন্টিং-হাউস ছিল। তাদের বেশির ভাগই লেনদেন সম্পন্ন করতেন রয়েল এক্সচেঞ্জে। ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক খবর পাওয়ার সুযোগ তখন ছিল না। সিংহভাগ ক্ষেত্রে খবর ও তথ্য সংগ্রহ হতো সামাজিক বিভিন্ন সমাবেশ ও আলাপচারিতার মাধ্যমে।

এমনই একসময়ে লন্ডনের টাওয়ার স্ট্রিটে চালু হলো একটি কফিশপ। উদ্যোক্তা ৪১ বছর বয়সী এডওয়ার্ড লয়েড। দ্রুত লয়েডের কফি হাউসটি পরিণত হলো মার্চেন্টদের মিলনমেলায়। কফি হাউসটি প্রথমে শিপিং খাতসংশ্লিষ্ট সবার কোলাহলেই মুখর থাকত। পরে সেখানে মেরিটাইম অকশন ও সামুদ্রিক বিমাসংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাধান্য পায়।

ধারণা করা হয় এডওয়ার্ড লয়েডের আদিভিটা ছিল ওয়েলসে। সেখান থেকে ১৬৮০ সালের দিকে তিনি লন্ডনের টাওয়ার স্ট্রিটে বসবাস শুরু করেন। ১৬৮৮ সালে কফি হাউসটি চালু করেন তিনি। এর বছর তিনেক পর লয়েড ১৬ লম্বার্ড স্ট্রিটে চলে যান। সে সময় এটি ছিল সমুদ্র বাণিজ্য কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র।

মেরিটাইম খাতে আনুষ্ঠানিক ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রবাহের যে ঘাটতি ছিল, লয়েড সেটিকেই পুঁজি করে ১৬৯৬ সালে লয়েড'স নিউজ নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা শুরু করেন। সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশ হতো সেটি। এক বছরের মাথায় সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলেও লয়েডের তথ্য সরবরাহ বন্ধ হয়নি। তার গ্রাহকরা ঠিকই বিভিন্ন গোপন সোর্সের কাছ থেকে পাওয়া লয়েডের খবরগুলো সংগ্রহ করে নিতেন।

লয়েড ও তার কফি হাউস এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৭১০ সালে লন্ডনের ল্যাংবোর্ন ওয়ার্ডের কমন কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়নের জন্য তার নাম প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব নিতে পারেননি। ১৭১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এডওয়ার্ড লয়েড মৃত্যুবরণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার আয়োজনে এক গোল টেবিল বৈঠক ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

আধুনিক সুবিধা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মিত হচ্ছে বে টার্মিনাল

দেশের অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চাহিদা, আধুনিক সুবিধা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মাণ করা হবে চট্টগ্রাম বন্দরের মেগা প্রকল্প বে টার্মিনাল। বে টার্মিনালের খসড়া মাস্টার প্ল্যানের বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়কালে বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এ কথা বলেন।

২১ সেপ্টেম্বর বন্দরের শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বে টার্মিনালের মাস্টার প্ল্যানের বিষয়ে বন্দরের স্টেকহোল্ডাররা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মতামত দেন। এর আগে কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠান কুনহুয়া-ডিওয়াইয়ের টিম লিডার পার্ক জং জিন খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন করেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৫৩ হাজার ৫৮০ টিইইউ। বে টার্মিনালের কনটেইনার ধারণক্ষমতা হবে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টিইইউ। যা চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান সক্ষমতার প্রায় তিন গুণ।

এ সময় মাস্টার প্ল্যানের ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান। সভায় বন্দরের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, পরিচালকগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ, কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠান কুনহুয়া-ডিওয়াইয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ দরকার

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ দরকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে দৈনিক ইত্তেফাকের আয়োজনে 'দেশীয় বিনিয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বন্দর নিয়ে আমরা এখন চিন্তায় না, বাস্তবায়নে আছি। এটা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমরা অনেকেই জানি না হয়তো। কয়েকদিন আগে আমরা দেশীয় ইয়ার্ডে তৈরি একটা জাহাজ ইংল্যান্ডে রপ্তানি করেছি। সেটা চার মিটার বরফ কেটে চলতে পারবে। সুতরাং এই জায়গায় যদি কেউ বিনিয়োগ করেন, তাহলে আসতে পারেন। কারণ সেই সক্ষমতা বাংলাদেশের তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা কিন্তু দরজা খুলে দিয়েছি। সমুদ্রে যেমন আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সীমানা নির্ধারণ হয়েছে, তেমনি আমরা অর্থনীতির দরজাও খুলে দিয়েছি। সেখানে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। আমরা চাই, দেশি বিনিয়োগের সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগও আসুক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হচ্ছে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার এবং এটা শুরু হয়ে গেছে। ২৪ ঘণ্টা বন্দর খোলা থাকে। বন্দরে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এবং এগুলো আমরা দূর করতে চাই। এখানে আরও বেশি সেবা দিতে চাই।

গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ ইশতিয়াক রেজার সঞ্চালনায় গোল টেবিলে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, এফবিসিসিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, চট্টগ্রাম চেম্বারের পরিচালক ও পোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান অঞ্জন শেখর দাশ, বিকডা সভাপতি নুরুল কাইয়ুম খান, বাফা সভাপতি কবির আহমেদ।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সহসভাপতি খায়রুল আলম সুজন বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দেশের সব বন্দরে টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে জাইকার সহযোগিতা চায় এফবিসিসিআই

দেশের সব স্থল, সমুদ্রবন্দর এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে খাদ্যপণ্যের টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহযোগিতা চেয়েছে এফবিসিসিআই। ১ সেপ্টেম্বর এফবিসিসিআই কার্যালয়ে জাইকা ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে এ সহযোগিতা চান সংগঠনটির সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু।

তিনি বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশি খাদ্যপণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। স্থলবন্দরে স্বীকৃত মানের ল্যাব সুবিধা থাকলে ওইসব রাজ্যে দেশের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি সহজ হবে। এছাড়া বিমান ও সমুদ্রবন্দরে ল্যাব সুবিধা থাকলে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও কৃষিপণ্যের বিশাল বিশ্ববাজার ধরতে পারবে বাংলাদেশ।

তাই এ-সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে দেশের বন্দরগুলোতে বিশ্বমানের টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু।

জাইকার প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি তেরুয়াকি ফুজি বলেন, বাংলাদেশে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার জন্য নিরাপদ খাবারের জোগান নিশ্চিত করা জরুরি। জাইকার আগামী প্রকল্পটি এদেশের খাদ্যপ্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে।

এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক দেশে বেসরকারি টেস্টিং ল্যাব স্থাপনে এফবিসিসিআইয়ের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন।

অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজ রপ্তানি হলো যুক্তরাজ্যে

দেশে তৈরি আরও একটি মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজ যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হলো। আনন্দ শিপইয়ার্ডের তৈরি জাহাজটি ৬ হাজার ১০০ টন ধারণক্ষমতার। জাহাজটি কিনেছে যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান এনজিয়ান শিপিং কোম্পানি লিমিটেড। এটি রপ্তানি করে ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে বাংলাদেশ।

১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটি হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ একটি অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস জাহাজ যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করল। এটা আমাদের গর্বের দিন। আমরা প্রত্যাশা করছি ভবিষ্যতে এ শিল্পটি তৈরি পোশাক শিল্পের কাছাকাছি রপ্তানি আয় অর্জন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জাহাজটি ৩৬৪ ফুট লম্বা, প্রস্থে ৫৪ ফুট ও ড্রাফট ২৭ ফুট। জাহাজটির ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৪ হাজার ১৩০ হর্সপাওয়ার ও গতি ১২ দশমিক ৫ নটিক্যাল মাইল। বাল্টিক সমুদ্রে ৪ ফুট বরফের পুরুত্বেও চলতে পারবে এটি।

২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। কেক কাটা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদ্‌যাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ)। ২৮ সেপ্টেম্বর বন্দর ভবনে কেক কাটা ও দোয়ার মাধ্যমে জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। কর্মচারী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নায়েবুল ইসলাম ফটিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আজিম। এ সময় বন্দরের পর্ষদ সদস্যগণ, পরিচালকগণ, বিভাগীয় প্রধান, উপবিভাগীয় প্রধানগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের অব্যাহত কল্যাণ ও প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনা করে অনুষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

রপ্তানি পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশকে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করতে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রপ্তানিতে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে ৭ সেপ্টেম্বর দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত তার ভূখণ্ডের মাধ্যমে বিশেষ স্থল শুল্ক স্টেশন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দরের অবকাঠামো দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বিনামূল্যে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সদ্য উদ্বোধন হওয়া চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটের মাধ্যমে ভুটানের সাথে রেল যোগাযোগের অনুরোধ করেছে এবং ভারত অনুরোধের বিষয়টি কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে।

দুই প্রধানমন্ত্রী বিবিআইএন মোটর ভেহিকল চুক্তি দ্রুত কার্যকর করার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় ও উপ-আঞ্চলিক সংযোগ উন্নত করার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে সম্মত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে ৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন।

আরও ৩টি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হবে

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে দক্ষ নাবিক তৈরির লক্ষ্যে আরও তিনটি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হবে। ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও পাবনার উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক-সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নতুন ও পুরনো মিলে পাঁচটি মেরিন একাডেমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি চট্টগ্রামের মেরিন একাডেমি এবং বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও পাবনায় নতুন চারটি মেরিন একাডেমি রয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আরও তিনটি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হবে। মেরিন একাডেমিগুলো দক্ষ নাবিক তৈরি করলে তাদের দ্রুত দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হবে। যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামালসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্টরা ভার্চুয়ালি সভায় অংশ নেন।

আট বছরে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়তে পারে ৫৪ বিলিয়ন ডলার

২০১০ সালে ইউরোপে পোশাকের বাজারে চীনের অংশ ছিল ৪৫ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ৩০ শতাংশে নেমেছে। একই সময়ে একই বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ভিয়েতনামের বেড়েছে সামান্য।

বৈশ্বিক পোশাক বাজারের গতিপ্রকৃতি, পরিসংখ্যান ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য সক্ষমতার বিবেচনায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) বলছে, তৈরি পোশাক খাত থেকে চীনের হিস্যা কমতে থাকা এবং নিজস্ব স্ট্রং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হওয়ায় তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ এই দুই বাজারে বাড়তি ৫৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। এর মধ্যে আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ২৪ বিলিয়ন ডলার ও ইউরোপের বাজারে ৬৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। এজন্য ব্রিটেনসহ ইউরোপের দেশগুলোতে বছরে গড়ে ১২ শতাংশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৫ শতাংশ হারে রপ্তানি বাড়াতে হবে।

১০০ কোটি ঘনফুট সক্ষমতার আরও দুটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ হবে দেশে

২০২৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দৈনিক ১০০ কোটি ঘনফুট সক্ষমতার আরও দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ হতে যাচ্ছে দেশে। বিল্ড-ওউন-অপারেট-ট্রান্সফার (বুট) ভিত্তিতে নির্মিতব্য এ দুটি টার্মিনালের মধ্যে কক্সবাজারের মহেশখালী টার্মিনালটি বাংলাদেশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কোম্পানি সামিট গ্রুপ এবং পটুয়াখালীর পায়রায় অপর টার্মিনালটি মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জি পরিচালনা করবে।

এ সময় সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে সরকারের পক্ষ থেকে টার্মিনাল পরিচালনা ও রিগ্যাসিফিকেশনের ব্যয়ও পরিশোধ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় শেষে ভাসমান টার্মিনাল দুটোর মালিকানা সরকারকে হস্তান্তর করা হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব ইতিমধ্যে পেট্রোবাংলার কাছে জমা দিয়েছে ওই দুই কোম্পানি।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান এ ব্যাপারে জানান, বিশ্বব্যাপী গ্যাস সংকট চলছে। জ্বালানির বহুমুখী উৎস তৈরির চেষ্টা চলছে সবখানে। এলএনজি অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে দেশেও নতুন দুটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের প্রশ্নে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে চূড়ান্ত কিছু হয়নি এখনো; প্রস্তাবগুলোর পর্যালোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ সাল থেকে দৈনিক ১০০ কোটি ঘনফুট সক্ষমতার দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালিত হচ্ছে দেশে। যদিও এলএনজি সংকটের কারণে এ সক্ষমতার অর্ধেকটাই ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইউএস কোস্ট গার্ডের সন্তোষ

চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইউএস কোস্ট গার্ড সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আগস্টে ইউএস কোস্ট গার্ডের একটি প্রতিনিধি দল বন্দর পরিদর্শন করে তাদের সন্তোষের কথা জানায়। ১১ সেপ্টেম্বর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক-সংক্রান্ত বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামালসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ভার্চুয়ালি সভায় অংশ নেন।

সভায় জানানো হয়, চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ১ হাজার ২৪১টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। শুল্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ৬০ মেট্রিক টন বিপজ্জনক পণ্য ধ্বংস করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট থেকে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ডেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধির কাজ ৯৫ ভাগ শেষ হয়েছে; বাকি কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ হবে। আগামী তিন বছর এই এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান থাকবে।

ট্রানজিটের পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আসামে পৌঁছেছে

ভারত ও বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তির আওতায় আরেকটি পরীক্ষামূলক চালান কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আসামে পৌঁছেছে। ৬ সেপ্টেম্বর রাতে ট্রানজিটের এক কনটেইনার পণ্যসহ এমভি ট্রান্স সামুদেরা নামের জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি জেটিতে ভেড়ে। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর জাহাজটি কলকাতা থেকে রওনা দেয়।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া' চুক্তির আওতায় এ চালান এসেছিল। যা সড়কপথে সিলেটের শ্যাওলা স্থলবন্দর ও ভারতের সুতারকান্দি স্থলবন্দর দিয়ে আসাম নেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালে এমভি সেঁজুতি জাহাজে কলকাতা বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে ট্রানজিটের চার কনটেইনার পণ্য এসেছিল। আগস্ট মাসে মোংলা বন্দর দিয়ে ট্রানজিটের আরেকটি সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকার বৃত্তাকার নৌপথে চালু হলো স্পিডবোট

টঙ্গী নদীবন্দর থেকে ঢাকার বৃত্তাকার নৌপথে স্পিডবোট সার্ভিস চালু হয়েছে। এই রুটে পাঁচটি স্পিডবোট চলছে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল ১০ সেপ্টেম্বর টঙ্গী নদীবন্দরে স্পিডবোট সার্ভিসের উদ্বোধন করেন।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর-কড্ডা এবং টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর (গাজীপুর)-উলুখোলা (কালীগঞ্জ) এই দুই রুটে স্পিডবোট চলাচল করবে। টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর-কড্ডা ভাড়া ১৫০ টাকা। সময় লাগবে ২৫ মিনিট এবং টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর (গাজীপুর)-উলুখোলা (কালীগঞ্জ) ভাড়া ১২০ টাকা। সময় লাগবে ১৯ মিনিট। পর্যায়ক্রমে যাত্রীদের চাহিদার ভিত্তিতে কড্ডা-গাবতলী এবং গাবতলী-সদরঘাট এ দুটি নৌরুটে স্পিডবোট চালু করা হবে।

বিআইডব্লিউটিএ জানিয়েছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইনফিনিটি মেরিটাইমের মাধ্যমে এই সেবা চালু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি যেসব স্পিডবোট চালাচ্ছে, সেগুলো আগে মাওয়া ঘাটে চলত। স্পিডবোট সার্ভিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল, বিআইডিব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপুলিশ প্রধান মো.শফিকুল ইসলাম, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোল্লা নজরুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান

আইন অমান্য করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার সামুদ্রিক মাছ আহরণ করছে বঙ্গোপসাগরে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি উপকূলীয় জেলেদের জীবন-জীবিকা ও কর্মপরিবেশ সংকটাপন্ন হচ্ছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংলাপে দক্ষিণ এশিয়ার জেলে এবং সামুদ্রিক খাদ্য খাতের শ্রমিকদের দুর্দশা বিষয়ক এ গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গবেষণাটি চালিয়েছে সাউথ এশিয়ান অ্যালায়েন্স ফর পভার্টি ইরাডিকেশনের (স্যাপি)।

এতে বলা হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী ইঞ্জিনচালিত নৌকা ৪০ মিটার গভীরতার ভেতরে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে মাছ আহরণের কথা থাকলেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার ৪০ মিটারের ভেতরে নিয়মিত মাছ আহরণ করছে, যা সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। একেকটি বড় আকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারপ্রতি ট্রিপে ৪০০ টনের মতো মাছ আহরণ করতে পারে, যা বড় যান্ত্রিক নৌকার ২০ গুণেরও বেশি।

গবেষণার বাংলাদেশ অংশের গবেষক মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ বলেন, সমুদ্রে অতি আহরণ সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য বড় একটি ক্ষতি। বর্তমানে ২০০টিরও বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার এবং ৬৮ হাজার দেশীয় ইঞ্জিনচালিত নৌকা মাছ শিকারে ব্যবহার হয়।

কলকাতায় ডুবে যাওয়া জাহাজ ও কনটেইনার উদ্ধার

কলকাতার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দরে বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ এমভি মেরিন ট্রাস্ট-১ এবং ডুবে যাওয়া কনটেইনারগুলো উদ্ধার হয়েছে। বন্দর কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর জাহাজটি উদ্ধারের তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

গত ২৪ মার্চ বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে ১৬৫টি কনটেইনার তোলার পর হঠাৎ জাহাজটি কাত হয়ে ডুবে যায়। তাৎক্ষণিক ওই জাহাজে থাকা ১৫ জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়। এরপর গিল মেরিন নামের একটি উদ্ধারকারী সংস্থার মাধ্যমে কনটেইনারগুলো তোলার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ডুবে যাওয়ার পরপরই জাহাজের মালিক জাহাজটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে উদ্ধারের খরচ বহন করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে উদ্ধারকাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার উদ্ধারকাজ শুরু করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। সাড়ে পাঁচ মাসের চেষ্টায় জাহাজ ও কনটেইনারগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

জাহাজ ও ডুবে যাওয়া সব কনটেইনার উদ্ধারের পর এখন জাহাজের মালিকপক্ষ জাহাজ ও কনটেইনার ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বন্দর কর্তৃপক্ষ উদ্ধারের যাবতীয় খরচ দাবি করে। এখন কীভাবে এই জাহাজ ফিরিয়ে নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করবে বলেছিল। সে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে সরকার। চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহন বেড়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নাব্যতা বজায় থাকলে সমুদ্রবন্দরগুলো অনেক বেশি গতিশীল হবে।

২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি হোটেলে বিআইডব্লিউটিএ আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদে শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ পুনরুদ্ধার এবং সারা বছর নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করতে বিআইডব্লিউটিএ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ খনন করছে। ব্রহ্মপুত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণির রুট হিসেবে উন্নীত করতে পারলে বাংলাদেশ-ভারত নৌ-

কমডোর হলেন চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য মাহবুবুর রহমান

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (প্রকৌশল) ক্যাপ্টেন মো. মাহবুবুর রহমান, (ই), পিএসসি বিএন ১ সেপ্টেম্বর কমডোর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান ও কমডোর মাহবুবের স্ত্রী নাহার উন কাউসার বন্দরের সভাকক্ষে তাকে র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

কমডোর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, (ই), পিএসসি, বিএন ১৯৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় কমিশন লাভ করেন। কমডোর মাহবুবুর রহমান চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) থেকে যন্ত্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের একজন গ্রাজুয়েট এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি চাকরিজীবনে বিভিন্ন স্টাফ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের ট্রেনিং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কমডোর মাহবুবুর রহমান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক (প্রোডাকশন) এবং চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক (জাহাজ নির্মাণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি জাতিসংঘের মিলিটারি অবজারভার হিসেবে জর্জিয়াতে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্টের সদস্য হিসেবে সাউথ সুদানে নিয়োজিত ছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের পূর্বে তিনি পরিচালক (প্রকৌশল) হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

ছবিতে সংবাদ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে ২৮ সেপ্টেম্বর অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। এ সময় পর্ষদ সদস্যবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিরু হারনান্তো সুবোলো ১৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বে টার্মিনালের খসড়া মাস্টার প্ল্যানের ওপর স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণে এক মতবিনিময় সভা ২১ সেপ্টেম্বর বন্দরের শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে আন্তর্জাতিক নৌদিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বন্দর চেয়ারম্যান। এ সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠান দুবাই পোর্টের একটি প্রতিনিধি দল ৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

প্রটোকল রুটে ১১৬ কিলোমিটার দূরত্ব কমে যাবে।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য সত্যজিত কর্মকার, পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব ফকার্ট দে জেগার এবং আইডব্লিউএমের নির্বাহী পরিচালক জহিরুল হক খান।

অভিন্ন মূল্যে আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন করতে হবে

আমদানি পণ্য শুল্কায়নে নতুন নিয়ম চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এটি বাস্তবায়নে অভিন্ন মূল্যে পণ্যের শুল্কায়ন করতে দেশের সব কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বরে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এতদিন প্রতিটি কাস্টম হাউস পৃথকভাবে পণ্যমূল্যের ভিত্তিতে শুল্কায়ন করত। নতুন নিয়মে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে আমদানি করা পণ্য যে মূল্যে শুল্কায়ন করা হবে, একই মূল্যে সব কাস্টমস হাউস ও শুল্ক স্টেশনে শুল্কায়ন করতে হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাজস্ব আহরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার স্বার্থে এক ও অভিন্ন মূল্যে পণ্যের শুল্কায়ন এবং শুল্কায়নযোগ্য পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় এনবিআরের অধিভুক্ত সব কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য চালানের যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিতকরণ এবং এক ও অভিন্ন মূল্যে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

এনবিআর বছরে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করে, তার প্রায় ৩০ শতাংশই আসে আমদানি শুল্ক থেকে। এনবিআরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ কাস্টম হাউস আছে ১২টি, আর সক্রিয় শুল্ক স্টেশন রয়েছে ৩৬টি।

৯০ ভাগ নদীর জায়গা দখলমুক্ত করা হয়েছে

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, নদী রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। ঢাকার চারপাশে মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি গড়ে তোলা এবং ১৯৯৯ সালে দূষণরোধে প্রকল্প নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেগুলো হয়নি। আরও বেশি দূষণ হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় নদী তীর দখলমুক্ত করার চেষ্টা করছি। বিআইডব্লিউটিএ'র মাধ্যমে ৯০ ভাগ নদীর জায়গা দখলমুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আয়োজিত 'রাইটস অব রিভার্স' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিজ গোয়েন লুইস। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. আইনুন নিশাত। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান ও সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী।

চট্টগ্রাম বন্দরে বিশ্ব নৌ দিবস পালন

'পরিবেশবান্ধব শিপিংয়ের জন্য নতুন প্রযুক্তি' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছে নৌ দিবস। ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে চট্টগ্রাম বন্দরে বিশ্ব নৌ দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিশ্ব নৌ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

উদ্বোধনকালে বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, বিশ্বজুড়ে শিপিং সেক্টরে কার্বন নিঃসরণ কমানোকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আমরাও আমাদের সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য কাজ করছি। আমাদের নতুন নতুন প্রকল্পগুলোকে পরিবেশবান্ধব প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করছি।

এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান বন্দর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে কার্বন নিঃসরণ কমানো, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেন।

সহকারী হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন মো. মুস্তাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেপুটি কনজারভেটর ক্যাপ্টেন ফরিদুল আলম। অনুষ্ঠানে বন্দরের পর্ষদ সদস্যগণ, পরিচালকগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ ও নৌ বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাকৃতিক গ্যাসে ইউরোপের রাশিয়া-নির্ভরতা

২০২১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) মোট যে পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি হয়েছে, তার প্রায় ৯০ শতাংশ করেছে রাশিয়া। আলোচ্য সময়ে ইইউতে মোট যে পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার হয়েছে, তার ৪০ শতাংশ এসেছে রাশিয়া থেকে। সমুদ্রপথে জাহাজের পাশাপাশি পাইপলাইনের মাধ্যমেও ইউরোপে গ্যাস যায় রাশিয়া থেকে।

রাশিয়া ও ইউরোপকে সংযোগকারী গ্যাস পাইপলাইন

প্রধান প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহ ও তাদের সঞ্চালন সক্ষমতা।
হিসাব বিলিয়ন ঘনমিটারে (বিসিএম)

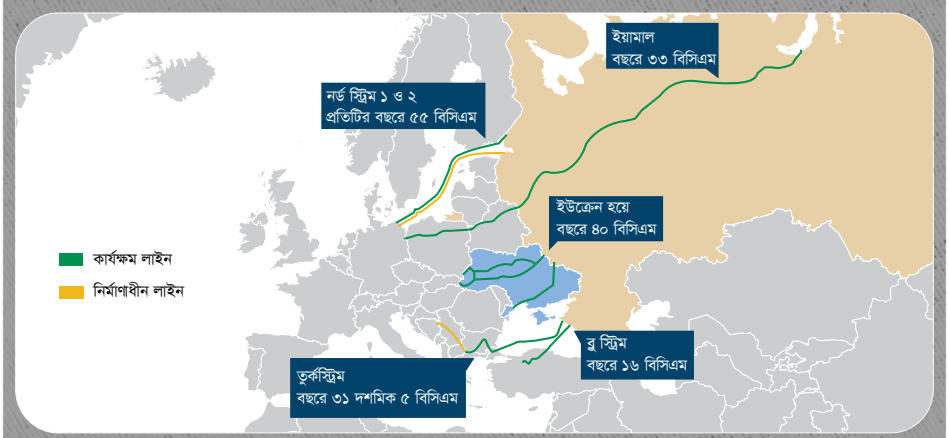

** ইউক্রেন হয়ে যে পাইপলাইন গিয়েছে, তার উপাত্ত ২০২১ সালে প্রকৃত সঞ্চালনের পরিমাণ।*

নর্ড স্ট্রিম ১ ও ২ গ্যাস পাইপলাইন

রাশিয়া থেকে বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে চারটি পাইপলাইন গেছে ইউরোপে। দুটি নর্ড স্ট্রিম ১ ও দুটি নর্ড স্ট্রিম ২-এর। এগুলোর সম্মিলিত গ্যাস সঞ্চালন সক্ষমতা বছরে ১১০ বিলিয়ন ঘনমিটার (বিসিএম)।

নর্ড স্ট্রিম টু

একটি পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ২৩৪ কিলোমিটার। দুটি লাইন মিলে দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৪৬৮ কিলোমিটার। পাঁচটি দেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা ও একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) দিয়ে গেছে পাইপলাইন দুটি। নর্ড স্ট্রিম ১-এর সম্পূরক লাইন হিসেবে নর্ড স্ট্রিম ২ স্থাপন করা হয়েছে।

কোন দেশের অংশে কত কিলোমিটার :

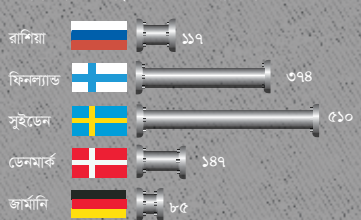

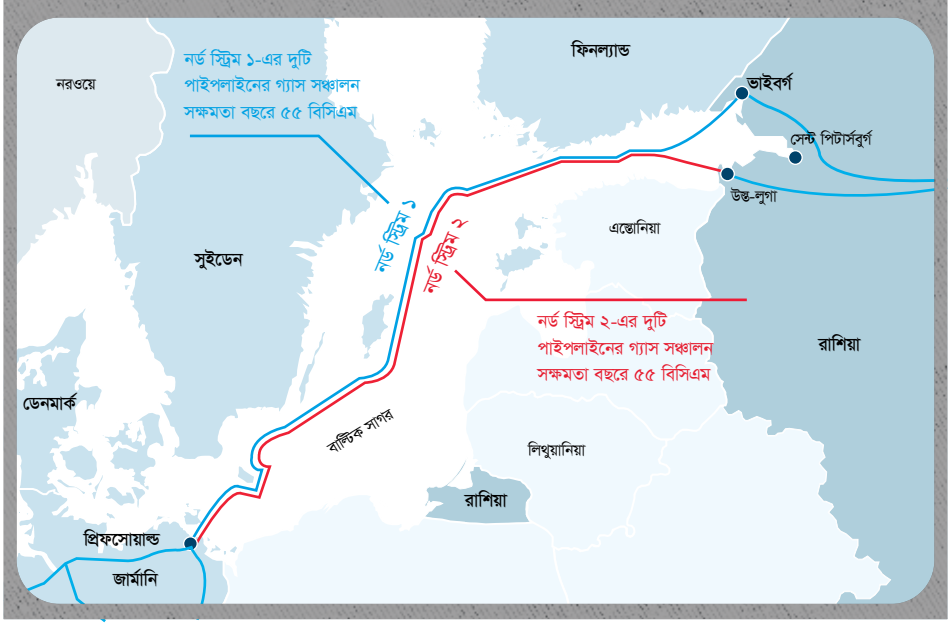

২০২১ ও ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

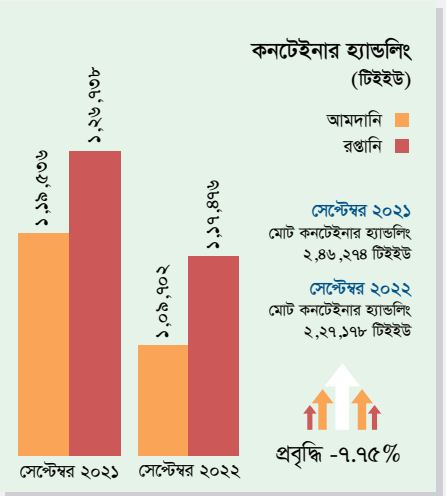

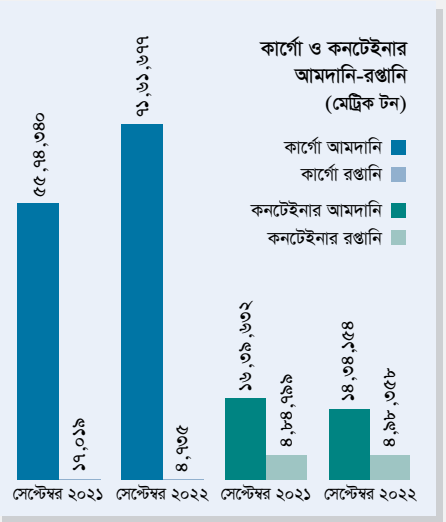

তথ্যযোগ
১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

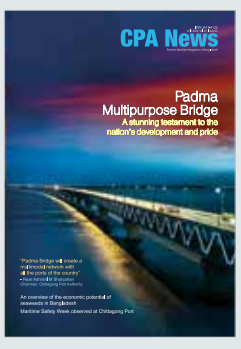

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority